ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ১০ম সংখ্যা ▪ নারায়ণ ৫৩৩ ▪ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

কর্ম কিরূপে অর্চনা হতে পারে?

কৃষ্ণের শত্রুগণও মুক্তিলাভ করে, কারণ যেভাবেই হোক তারা কৃষ্ণের কথা চিন্তন করেছেন। তারা নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি লাভ করে, কিন্তু চিন্ময় জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসে প্রবেশের অনুমতি তারা পান না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমভক্তি অভ্যাস করেন সেটি তাদের জন্য সংরক্ষিত।

১৪ আচার্য বাণী

গান্ধীজীর প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

আমি শুধু আপনাকে অনুরোধ করবো যে, অন্তত পক্ষে মাত্র একটি মাসের জন্য আপনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করুন এবং আসুন দুজনে মিলে ভগবদ্গীতার আলোচনা করি। আমি নিশ্চিত যে, এর দ্বারা এই আলোচনার ফলস্বরূপ আপনি এক নতুন আলোক লাভ করবেন।

২৮ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধুবনে এসেছিলেন। তিনি প্রেমভাবে বিভাবিত চিত্তে লীলা স্মরণ করতে করতে বিহার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ব্রজের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করতে নির্দেশ করেন।

৬ প্রচ্ছদ কাহিনী

পবিত্র ধামের প্রভাব

বৃন্দাবনের বাইরে বৃন্দাবনকে অনুভব করা খুব দুরূহ তদ্রূপ মায়াপুরের বাইরে মায়াপুরের নির্মাণও দুরূহ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, 'পারমার্থিক জীবন কঠিন, কিন্তু ভৌতিক জীবন অসম্ভব।' সুতরাং আসুন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার এক সৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করি।

১৭ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কখন জীব কৃষ্ণবর্হির্মুখ হয়েছিল বা কেন হয়েছিল উল্লেখ নেই। যেই কৃষ্ণ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা করেছে বা বহির্মুখ হয়ে ভোগ করার ইচ্ছা করেছে—সেই মুহূর্তে জীব এই জড় জগতে এসেছে। জীব যেহেতু ভগবানের তটস্থা শক্তি তাই গোলোকে ফিরে গেলেও তটস্থা শক্তির পরিবর্তন হবে না—তাই জীবের ইচ্ছা পরিবর্তন হতে পারে।

১০ আদর্শ জীবন

পূর্ব জীবনে নন্দ ও যশোদা কে ছিলেন?

ভগবান এই বিশ্বের জন্য যে বিধি সৃষ্টি করেছেন, ভগবানের পার্ষদবর্গ এবং এমনকি ভগবান স্বয়ংও বহুবার তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন। আমরা এখানে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হওয়ার জন্য দ্রোণ এবং ধরাকে কৃচ্ছ্রসাধন ভাগ করে নিতে হয়নি।

২৫ প্রচার

আমরা কেন গ্রন্থ বিতরণ করি?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ছিল যে, পৃথিবীর সকল নগরাদী গ্রামে ভগবানের দিব্য নাম প্রচারিত হোক। সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করে তিনি জীবকূলের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের বাণী প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বাণী প্রচারের নির্দেশও প্রদান করেছিলেন।

৩১ কাহিনী

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণ

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং চারমাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে থাকাকালীন কোনও দিন সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গ ছাড়েননি।

প্রবন্ধ

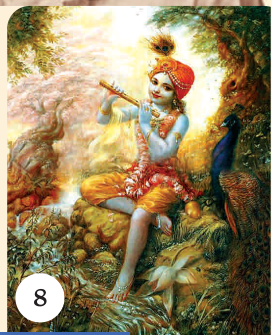

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

কি করা উচিত?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

ডাল রুটি ফ্রাই

২২ ইসকন সমাচার

জুয়ারেজ রিফিউজি ফেসিলিটি কেন্দ্রে এক হাজার উদ্বাস্তুকে খাদ্য বিতরণ

৩০ ভক্তি কবিতা

শ্রীউদ্ধবের আবেদন

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

কেন আমি ভগবান নই ?

একজন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক প্রবক্তা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'আমি আপনাদেরকে এক বিস্ময়কর গুহ্য তত্ত্ব বলতে এসেছি যা আপনাদের জীবনকে পরিবর্তিত করে দেবে।' শ্রোতাগণ রুদ্ধশ্বাসে তাদের জীবন পরিবর্তনকারী গোপন তত্ত্বের কথা জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বক্তা দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর গর্জন করলেন, 'আপনারা সকলেই ভগবান। এটি শুধুমাত্র এই যে, আপনারা বিস্মৃত হয়েছেন যে আপনারা ভগবান।' এই রহস্য উদঘাটন শ্রোতাবর্গের হৃদয়কে চমৎকৃত করলো এবং তারা বজ্রনিনাদে সাধুবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রাঙ্গনে বলেছিলেন যে, আমি যোগের এই পরম বিজ্ঞান সূর্যদেব বিবস্বানকে বলেছিলাম (ভগবদ্‌গীতা ৪।১)। তখন অর্জুন কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন এটি কিভাবে সম্ভব কারণ জন্মসূত্রে সূর্যদেব আপনার থেকে অনেক প্রাচীন? (ভগবদ্‌গীতা ৪।৪) কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'বহু বহু জন্ম তুমি এবং আমি অতিক্রম করেছি। আমি তার সমস্তই স্মরণ করতে পারি কিন্তু তুমি তা পার না।' (ভগবদ্‌গীতা ৪।৪)

আমরা আশ্চর্যান্বিত হতে পারি, কেন? কারণ কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং অর্জুন হচ্ছেন একজন সাধারণ জীবাত্মা। ব্রহ্মসংহিতা ব্যাখ্যা করে যে, ভগবান কোনদিন বিস্মৃত হন না তাই তাঁর আর এক নাম অচ্যুত (অভ্রান্ত) কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ জীবাত্মারা বিস্মৃত প্রাণ। তাই কিছু আধ্যাত্মিক তথাকথিত গুরুদের যুক্তি হচ্ছে যে, 'আমরা প্রত্যেকেই ভগবান এবং আমরা শুধুমাত্র এটি বিস্মৃত হয়েছি যে, আমরা ভগবান' যা বৈদিক শাস্ত্র সমর্থন করে না।

বৈদিক শাস্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করে যে ভগবানকে —

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ — 'কৃষ্ণ যিনি গোবিন্দ নামে জ্ঞাত হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান' (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)। **কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্** — 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রকৃত পরম পুরুষোত্তম ভগবান।' **দেবকীপুত্র (কৃষ্ণ)** হচ্ছেন পুরুষোত্তম ভগবান। (নারায়ণ উপনিষদ-৪)

এমনকি কৃষ্ণ স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলেন,'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়'— হে ধনঞ্জয়, এই নিখিল বিশ্বসংসারে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। (ভগবদ্‌গীতা ৭।৭)। অর্জুনও বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণই হচ্ছেন পুরুষোত্তম ভগবান, আপনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমধাম, পরমশুদ্ধ, পরমসত্য। আপনি নিত্য, বিস্ময়, শাশ্বত, অজ, মহান। সমস্ত মহর্ষিগণ যথা নারদ, অসিত, ধ্রুব এবং ব্যাসদেব এই সত্যতাকে পুষ্টি প্রদান করেন এবং এখন আপনি এই সত্যকে আমার নিকট ঘোষণা করছেন। (ভগবদ্‌গীতা ১০।১২-১৩)

আমরা প্রত্যেকেই প্রভু এবং নিয়ন্ত্রক হওয়ার অভিলাষ করছি। তাই যখন কেউ এসে বলে আমরা ভগবান, তখন আমরা মনের মধ্যে উল্লাস বোধ করি। কিছু কিছু আধ্যাত্মিক ভন্ড প্রতারক কিছু কিছু গোপন মন্ত্র প্রদান করেন এবং বলেন যে, এই সব মন্ত্র জপ করলে আমরা ভগবান হয়ে যাবো। কেউ কেউ বলেন যে, বিশেষ কিছু যোগমুদ্রা এবং ধ্যান যোগের অভ্যাসের ফলে আমরা ভগবানে বিলীন হয়ে যাবো এবং ভগবানে রূপান্তরিত হব।

কৃষ্ণ ভগবান হওয়ার জন্য কোন মন্ত্র জপ, ধ্যান বা যোগের অভ্যাস করেননি। দেবকীর গর্ভে প্রবেশের সিদ্ধান্তের পূর্বেও তিনি ভগবান ছিলেন এবং গর্ভ থেকে নিষ্ক্রমণের পরও তিনি ভগবান ছিলেন। তিনি তাঁর আবির্ভাবের মুহূর্তকাল থেকেই বহু অসাধারণ লীলা সম্পাদন করেন যা সাধারণ জীব সম্পাদন করতে পারে না। যখন শিশু কৃষ্ণ মা যশোদার সম্মুখে তাঁর মুখগহ্বর খোলেন তখন মা যশোদা তাঁর মুখগহ্বরের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন। এখন কি কোন আধ্যাত্মিক গুরু বা তার শিষ্য বর্তমান যে তার মুখগহ্বরের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাতে পারেন? উত্তর হচ্ছে, না।

আমাদের এটি অনুধাবন করা উচিত যে, আমরা ভগবান নই এবং আমরা কখনো ভগবান হতে পারি না, ভগবান সর্বদাই ভগবান।

কর্ম কিরূপে অর্চনা হতে পারে?

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

ভক্ত ঃ ভগবদ্গীতায় আমাদের নিষ্কাম থাকা উচিত বলতে কৃষ্ণ কি বলতে চেয়েছেন?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের শুধু তাঁর সেবা করার ইচ্ছা থাকা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁর ভক্তরূপে ভারতবর্ষে বাংলায় পাঁচশ বছর পূর্বে হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম বিতরণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন) বলেছেন, ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ঃ 'আমি ধন চাই না, জন চাই না। আমি সুন্দরী রমনী কামনা করিনা।' তিনি কি চান? "আমি কৃষ্ণের সেবা করতে চাই।" তিনি বলেননি, "আমি এটা চাই না, আমি ওটা চাই না। আমি শূণ্য থাকব।" না।

ভক্ত ঃ অভক্তও বলেন, তিনি জানেন তিনি কি চান, কিন্তু তিনি

বলেন,"কৃষ্ণকে ছাড়াই আমি অনুরূপ ভাল ফল করতে পারি।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেক্ষেত্রে তিনি মূর্খ, কারণ তিনি জানেন না প্রকৃতপক্ষে কোনটি "ভাল ফল।" আজ তিনি "ভাল ফলের জন্য সংগ্রাম করছেন।" কিন্তু কাল তিনি অন্য কিছু চাইবেন, কারণ মৃত্যুর সময়ে তার দেহের রূপান্তর হবে। কখনও তিনি কুকুরের দেহ ধারণ করে এক "ভাল ফল" কামনা করলেন এবং কখনও দেবতারূপ ধারণ করে অন্য "ভাল ফল" কামনা

করছেন। ভ্রমতাম উপরি অধঃ। ব্রহ্মাণ্ডে উপর নীচে পরিভ্রমণ করছে। ঠিক যেন ...কি?

ভক্ত ঃ নাগরদোলা।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। কখনো তিনি উঁচুতে উঠছেন এবং তারপর পুনরায় নীচে নেমে কুকুর বা শূকরের দেহ ধারণ করছেন। এই চলছে।

> ব্রহ্মান্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।
>
> চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫১

'অনেক জন্ম ধরে উর্ধ্বে এবং নিম্নে পরিভ্রমণের পরে কোন একটি জীব অসীম সৌভাগ্যের ফলে শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুর কৃপায় ভক্তি জীবন লাভ করে।'

ভক্ত ঃ আচ্ছা, অভক্তগণ বলবেন, "আমরাও ভাল সেবা করছি। আপনারা খাদ্য বিতরণ করছেন, আমরাও খাদ্য বিতরণ করছি। আপনারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন, আমরাও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছি।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, আর আপনার বিদ্যালয় মায়ার শিক্ষা দেয়। সমস্যা হলো এই যে, মূর্খেরা কর্ম (জড়জাগতিক ক্রিয়া) এবং ভক্তির (ভক্তিমূলক সেবা) মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। ভক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে কর্মের অনুরূপ দেখালেও এটি কর্ম নয়। ভক্তিতে আমরা কর্ম করি কৃষ্ণের জন্য। এই হলো পার্থক্য।

উদাহরণস্বরূপ, অর্জুন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু কৃষ্ণের জন্য যুদ্ধ করায় তিনি এক মহান ভক্তরূপে পরিগণিত হন। কৃষ্ণ তাকে বলেন, ভক্তোহসি মে... প্রিয়োহসি মেঃ 'অর্জুন তুমি আমার প্রিয় ভক্ত' অর্জুন কি করেছিলেন? তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন। সেটিই রহস্য। যোদ্ধারূপে তাঁর সক্ষমতা তিনি পরিবর্তিত করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন করেছিলেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, 'কেন আমি আমার জ্ঞাতিবর্গের নিধন করব? আমি বরং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে বনে গিয়ে ভিক্ষা করি।' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন তিনি যুদ্ধ করুন, সেইহেতু পরিশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য এটি করেন। তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির নিমিত্ত নয়, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য।

ভক্ত ঃ ভক্তিতেও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কর্মী তার নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করে। একজন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন। ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে এই পার্থক্য। উভয়ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বর্তমান কিন্তু যখন আপনি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করেন সেটি ভক্তি। ভক্তি ও কর্ম দৃশ্যতঃ এক হলেও গুণগতভাবে পৃথক। অপর উদাহরণটি হল গোপীগণের (কৃষ্ণের গোপী সখীগণ) আচরণ। কৃষ্ণ সুন্দর বালক এবং গোপীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁরা তাঁকে তাদের প্রেমিকরূপে কামনা করতেন এবং মধ্যরাত্রে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করার জন্য গৃহত্যাগ করে যেতেন। সেইহেতু মনে হয় তাঁরা অনৈতিক কর্ম করতেন—কিন্তু তাঁরা তা করেননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে অবস্থান করছেন। সেইহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দেন, *'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যা কল্পিতা।'* 'গোপীগণ যে রূপে অভ্যাস করেছেন, কৃষ্ণ উপাসনার জন্য তার অপেক্ষা উত্তম কোন ভাব নাই।'

কিন্তু মূর্খেরা ভাবে, "ও, খুব ভাল। শ্রীকৃষ্ণ মধ্যরাত্রে পরস্ত্রীদের সাথে নৃত্য করছেন, সুতরাং আমরাও কিছু মেয়েদের একত্র করে নৃত্য করি এবং কৃষ্ণের মতো উপভোগ করি।" গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাসের সম্পর্কে এটি একটি সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা। এই ভ্রান্তধারণা রোধ করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব (শ্রীমদ্ভাগবতম্ এর রচয়িতা) পরমেশ্বর ভগবান রূপে কৃষ্ণের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য নয়টি স্কন্ধ উৎসর্গ করেছেন। অতঃপর তিনি গোপীগণের সাথে কৃষ্ণের আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মূর্খেরা অবিলম্বে লম্ফ দিয়ে দশম স্কন্ধে গোপীদের সাথে কৃষ্ণের আদান প্রদানে চলে যান। এইরূপে তারা সহজিয়ায় (কৃষ্ণের অনুকরণকারী) পরিণত হন।

ভক্ত ঃ এই ধরনের ব্যক্তিগণও কি যেমন ভাবেই হোক শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত থাকার জন্য হৃদয়ে কোন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন?

কৃষ্ণের শত্রুগণও মুক্তিলাভ করে, কারণ যেভাবেই হোক তারা কৃষ্ণের কথা চিন্তন করেছেন। তারা নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি লাভ করে, কিন্তু চিন্ময় জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসে প্রবেশের অনুমতি তারা পান না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমভক্তি অভ্যাস করেন সেটি তাদের জন্য সংরক্ষিত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না। কংসও শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত ছিলেন কিন্তু শত্রু ভাবে। সেটি ভক্তি নয়। ভক্তিকে অবশ্যই হতে হবে আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ অনুকূল ভক্তিমূলক সেবা। কৃষ্ণকে অনুকরণ করা বা তাকে নিধন করার প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। এটিও কৃষ্ণভাবনা কিন্তু অনুকূল নয় এবং সেইজন্য এটি ভক্তি নয়। তথাপি কৃষ্ণের শত্রুগণও মুক্তিলাভ করে, কারণ যেভাবেই হোক তারা কৃষ্ণের কথা চিন্তন করেছেন। তারা নৈর্ব্যক্তিক মুক্তি লাভ করে, কিন্তু চিন্ময় জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসে প্রবেশের অনুমতি তারা পান না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁরা শুদ্ধ প্রেমভক্তি অভ্যাস করেন সেটি তাদের জন্য সংরক্ষিত।

পবিত্র ধামের প্রভাব

শ্রীমৎ গিরিরাজ স্বামী মহারাজ

ভগবদ্‌গীতার প্রথম শ্লোকে সংকীর্ণ চিত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার সচিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?' কিম্ অকুর্বত তারা কি করল? শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, এটি একটি নির্বোধ প্রশ্ন। দুই সৈন্যদল যুদ্ধের নিমিত্তে সমবেত হয়েছে সুতরাং তারা কি করলো এই প্রশ্ন অর্থহীন? শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ সহযোগে বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি ভোজনের অভিলাষ নিয়ে খাদ্য বস্তুর সম্মুখে উপবেশন করেন তাহলে সে কি করলো? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে তিনি ভোজন করবেন, ব্যস্।

সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র কেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন? কারণ কুরুক্ষেত্র হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র, এক পুণ্য ভূমি। এই পুণ্য স্থানের প্রভাবে তার সন্তানেরা শুভবুদ্ধির প্রতি প্রভাবান্বিত হতে পারে এবং যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, 'যুযুৎসব' এই শব্দটি যুযুৎসু আজও জাপানে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত আপনি জানেন যুযুৎসু মানে যুদ্ধ। সুতরাং যুযুৎসব — 'যুদ্ধ করার ইচ্ছা।' এখন উভয় পক্ষই যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এবং তারা সমবেত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করেছেন? তারপর তারা কি করলো? কারণ তার মধ্যে কিঞ্চিত সন্দেহ বর্তমান ছিল। এই দুইপক্ষ ধর্মক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার ফলে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারে। তারা আপোস মীমাংসা করতে পারে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা স্বীকার করতে পারে যে, সত্যই পাণ্ডুপুত্রগণই হচ্ছেন প্রকৃত উত্তরাধীকারী তাহলে এই অনর্থক যুদ্ধের কিবা প্রয়োজন? সুতরাং তিনি অতিশয় শঙ্কিত ছিলেন যে, দুই পক্ষই তাদের সিদ্ধান্ত বদল করেনি তো? তাই তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন।

পবিত্র স্থানের এই হচ্ছে শুভ প্রভাব। এটি একজনের চেতনাকে উন্নীত করতে পারে, এমনকি নিম্ন চেতনা সম্পন্ন মানুষের চেতনাকেও উন্নীত করে। মানুষ যারা পবিত্র স্থান যথা — মায়াপুর, বৃন্দাবন, জগন্নাথ পুরী ইত্যাদিতে দর্শনে যান তারা এর তাৎক্ষণিক পার্থক্য অনুভব করতে পারবেন। মথুরা-বৃন্দাবনে বাস করার অসীম শক্তির উদাহরণ স্বরূপ

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 'শ্রীল রূপ গোস্বামী মথুরামন্ডল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ আমি স্মরণ করতে পারি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা তটে বিদ্যমান, কদম্ব বৃক্ষরাজী অপরূপ উদ্যানের মধ্যে অগণিত পক্ষীগণ কুজনে রত। এই হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ আমাকে সর্বদাই সৌন্দর্য্য এবং পরম সুখের চিন্ময় অনুভব প্রদান করে।' রূপ গোস্বামী বর্ণিত মথুরা মন্ডল এবং বৃন্দাবনের এই অনুভূতি প্রকৃতভাবেই অনুধাবন করা যায় এমনকি সাধারণ মানুষও অনুভব করতে পারেন। মথুরা জেলাতে চুরাশি ক্রোশ পরিমন্ডলের মধ্যে এই সমস্ত স্থানসমূহ যমুনা তটে এত মনোরম রূপে অবস্থিত যে, যদি কেউ একবার এই স্থানসমূহে ভ্রমণ করেন তাহলে তিনি আর এই জড় জগতে ফিরতে অভিলাষ করবেন না। যদি কেউ একবার মথুরা অথবা বৃন্দাবনে আগমন করেন তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিঃসন্দেহে এই চিন্ময় অনুভূতি অনুভব করতে পারবেন। (অধ্যায় ১৩)

বহু তীর্থযাত্রী এই কার্তিক মাসে বৃন্দাবন এবং আরও অনেক পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেন এবং যখন তারা তাদের কর্মস্থল বা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তারা বিস্ময়ান্বিত ভাবে চিন্তা করেন যে, বৃন্দাবন ভ্রমনের এই মনোরম অভিজ্ঞতা কিভাবে গচ্ছিত রাখবেন। এটি একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জড়জগতের প্রভাব, আবেগ এবং অজ্ঞতার ভারে নুজ্জ্বতা আমাদেরকে এর থেকে নিরুৎসাহী করতে পারে। আমাদের অতি ব্যস্ততম সময়সূচি হয়তো ভগবান কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবার জন্য অতি কিঞ্চিত সময় বরাদ্দ করতে পারে। তাহলে আমরা আমাদের জীবনে কিভাবে এই সমস্ত পবিত্রধামের প্রভাব ধরে রাখতে পারবো এমনকি আমাদের পরলোকে গমনের পরও ?

শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন,

কৃষ্ণম্ স্মরণ জনম চাস্য।
প্রেষ্ঠম নিজ-সমীহিতম্।।
তৎ-তৎ কথা রতঃ চঅসৌ।
কুর্যাৎ বাসম্ ব্রজে সদা।।

শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর কোন প্রিয় ভক্তকে সদা স্মরণ করে সেই সেই কথায় রত হয়ে সর্বদা ব্রজে বাস করা উচিৎ।

বৃন্দাবনের বাইরে বৃন্দাবনকে অনুভব করা খুব দুরূহ তদ্রূপ মায়াপুরের বাইরে মায়াপুরের নির্মাণও দুরূহ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, 'পারমার্থিক জীবন কঠিন, কিন্তু ভৌতিক জীবন অসম্ভব।' সুতরাং আসুন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার এক সৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করি।

শরীরে ব্রজ বাস করতে অক্ষম হলে মনে মনেও ব্রজবাস করা উচিৎ। (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১। ২। ২৯৪, চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২২। ১৬০ তে বর্ণিত)

আমাদের সর্বদাই কৃষ্ণ কথা স্মরণ এবং কীর্তনে নিমগ্ন থাকা উচিৎ। তাঁর দিব্যনাম, তাঁর রূপ, তাঁর গুণ, তাঁর লীলা এবং বৃন্দাবনে তাঁর পার্ষদগণ ইত্যাদি এমনকি তথায় আমাদের স্বীয় অভিজ্ঞতাও। এইরূপ নিমগ্নতায় আমরা যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমাদের কৃষ্ণকেন্দ্রিক জীবনে বৃন্দাবনের রস আস্বাদন করতে পারি।

আমরা বৃন্দাবনের মহিমা, মায়াপুরের মহিমা সর্বত্র প্রচার করতে পারি। একদা এক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে মায়াপুরে প্রাতঃভ্রমণের সময় শ্রীল প্রভুপাদকে বলেছিলেন, 'মায়াপুর এত অপুর্ব, এত সুন্দর, আমার ইচ্ছা করছে আমি এখানেই থেকে যাই।' শ্রীল প্রভুপাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, 'তুমি অবশ্যই বাইরে যাবে এবং সমগ্র পৃথিবীকে মায়াপুরে পরিণত করবে।'

বৃন্দাবনের বাইরে বৃন্দাবনকে অনুভব করা খুব দুরূহ তদ্রূপ মায়াপুরের বাইরে মায়াপুরের নির্মাণও দুরূহ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, 'পারমার্থিক জীবন কঠিন, কিন্তু ভৌতিক জীবন অসম্ভব।' সুতরাং আসুন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার এক সৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করি তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধভক্তগণ অবশ্যই আমাদের সহায়তা করবেন।

প্রশ্ন ১। ট্রেনের মধ্যে একটা সীটে বসে একজন লোক আমাকে হরিনাম জপ করতে দেখেই ইসকনের নামে নোংরা মন্তব্য শুরু করলো। তখন ভাবছিলাম সবার সামনে আমার ফোল্ডিং ছাতাটা তার মুখে ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিই। কিন্তু সেই পদ্ধতি করতে পারিনি। তাই দুঃখ। কি করা উচিত?
— রমাদেবী দাসী, হাওড়া

উত্তর ঃ হরিনাম জপ ছেড়ে ছাতা নিয়ে তেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ধমক দেওয়া উচিত। যারা নিন্দা বা অপবাদ করতে অভ্যস্ত, অন্যান্যরাও তাদেরকে বদ নিন্দুক রূপে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। ভক্ত মানুষ শ্রীহরির নাম করতে থাকে, আর অভক্ত মানুষ ভক্তদের বদনাম করতে থাকে। বাস্তবিক যারা কৃষ্ণনাম করে তারা আজে বাজে কথা বলার জন্য সময় দিতে পারে না। তাদের সময়ও নেই নিন্দুকদের বুজরুকী কথায় কান দিতে। কিন্তু নিন্দুকেরা কি মনে করে? এই ট্রেনের বহু জনের মধ্যে থেকে যদি কিছু গলাবাজী করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি তা হলে মোটামুটি কিছু লোকের কাছে হিরো ব্যক্তিত্ব হয়ে যেতে পারবো। তাছাড়া, আমি কখনও কোনও ভক্তের মন্দ আচরণের কথা শুনেছিলাম, এখন আমি ঘরপোড়া গরু। এখন ট্রেনের মধ্যে একজন ভক্তকে সামনেই দেখতে পাচ্ছি, অতএব কিছু বাক্যবাণ ওর দিকেই নিক্ষেপ করে মজা লুটতে পারবো।

কেউ নিন্দা করতে থাকলেই যে তার প্রতিবাদ করতে হবে এমন নয়। কেননা বায়ু রোগ, তপ্ত পিত্ত রোগ প্রভৃতি রোগের মতো আবোল তাবোল গলাবাজী করাও একটা জটীল কুটিল রোগ বটে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একটা গল্প বলেছিলেন। হাতী চলে বাজারে, কুত্তা ভুকে হাজারে। হাতীকে দেখে কুত্তা গুলো ভোক্ ভোক্ করতে লাগল, হাতী চিন্তা করল এদের ভোক্ভোকানিতে আমার কি যায় আসে।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের নামে কত লোকে অপবাদ ছড়িয়েছিল। শ্রীশ্রীসীতারামচন্দ্রের নামে কত কি অপবাদ ছড়িয়েছিল। শ্রীশ্রীগৌরনিতাইয়ের বিরুদ্ধে নালিস জানিয়ে বহু লোক চাঁদকাজীর কাছে লিখিত অপবাদ পেশ করেছিল। সুতরাং আমাদের মতো সাধারণ তুচ্ছ ব্যক্তিদের লোকে নিন্দা বা অপবাদ করবে এতে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এই জগতে মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পাপী-তাপীকে উদ্ধার করতে এসেছেন। কিন্তু ভক্ত-নিন্দুককে উদ্ধার করা হবে না, সেই কথা চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে —

আপনে চৈতন্য সবে করিবেন উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার।।

অর্থাৎ, সবাই উদ্ধার হবে, কিন্তু নিন্দুকেরা বাদ পড়বে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে, অপবাদকারীরা চামচিকা, পেঁচা, কাক, কুনোব্যাঙ প্রভৃতি জন্ম লাভ করে। অপবাদকারী বা নিন্দুক লোক সব কিছুতেই অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখায়। তাদের অপরাধের মাত্রা বাড়তে থাকলে অনন্ত নরক ভোগ করার পথ হয়ে যায়। গুরুতর অপরাধ ফলে ব্রহ্মার কল্পকালেও সদ্গতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তাই শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নিন্দুকদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হয়েছে—

এত বুঝি যে পাষণ্ডী ভক্তনিন্দা করে।
লাথি মারো মুঞি তার মাথার উপরে।।

অর্থাৎ যাদের কোনও অপরাধের ভয় নেই, কেবল অপবাদ করেই যাচ্ছে, তাদের মস্তিষ্কহীন মাথা ধারণ করার দরকার নেই। তারা শুধু সমাজে জঞ্জাল বাড়িয়ে তোলে।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

পূর্ব জীবনে নন্দ ও যশোদা কে ছিলেন ?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যোগীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুধুমাত্র এক পলকের দর্শনলাভের জন্য হাজার হাজার বৎসরব্যাপী ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার পুত্ররূপে তাঁর সাথে বাস করেছেন। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম যত্ন নেওয়ার প্রচেষ্টায় রত যাঁকে তিনি পরমেশ্বর ভগবান নয়, নিজ শিশু সন্তান রূপে পূর্ণ মনোযোগ তাঁর প্রাপ্য এই জ্ঞান করেন।

তিনি তাঁকে ভোজন করান, স্নান করান, তাঁর সাথে ক্রীড়ায় রত হন আবার তাঁকে রক্ষাও করেন।

শুকদেব গোস্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণে মগ্ন পরীক্ষিৎ মহারাজ মা যশোদার এই মহান সৌভাগ্য জ্ঞাত হয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন।

তিনি গোস্বামী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘যশোদা মাতা এবং নন্দমহারাজ দিব্য প্রেমের উৎকর্ষতা লাভের জন্য অতীতে কি পবিত্র কর্ম সাধন করেছিলেন?’ (ভা. ১০।৮।৪৬)

শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেও তারা শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত বাল্যলীলার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেননি। এই সকল মহিমাময় লীলাবিলাসের ধ্যানমাত্রেই ব্যক্তি তাদের জীবনে পূর্ণ উৎকর্ষতা লাভ করতে সক্ষম। শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজের আঙ্গিনায় ক্রীড়া করেছেন এবং তাঁর পিতামাতা তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

মা যশোদার গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান দেবাদিদেব মহাদেব শিশু কৃষ্ণের এক ঝলক দর্শন লাভের প্রত্যাশায় তাঁর নিকট অনুনয় করেছিলেন। তার অনুমতি ব্যতীত মহান দেবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ সেই তিনিও কৃষ্ণের অনন্য সুন্দর রূপ দর্শন করতে অক্ষম। এমনকি শিশু ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মায়ের অনুমতি ব্যতীত দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবাদিদেব মহাদেব উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদার সম্মুখে অসহায়।

শাস্ত্রে সেইজন্য কথিত আছে যে, দেবকী এবং বসুদেব অপেক্ষাও যশোদামাতা এবং নন্দমহারাজ অধিক সৌভাগ্যশালী ছিলেন।

আমরা আশ্চর্যান্বিত হই, 'তাঁরা কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন? এইরূপ সুউচ্চ অবস্থান লাভ হেতু তাঁরা কিরূপ অসাধারণ ভক্তি করেছেন?'

আমাদেরও কি কোন জনমে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্যের সম্ভাবনা আছে?

এই জড়জগতে পূর্বজন্মে নন্দ মহারাজ ছিলেন দ্রোণ এবং যশোদা ছিলেন ধরা। শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হওয়ার জন্য তাঁরা ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন।

যখন ব্রহ্মা তাঁদের প্রার্থনা স্বীকার করেন, 'সৌভাগ্যবান দ্রোণ যিনি ভগবানের সমকক্ষ ছিলেন তিনি বৃন্দাবনের ব্রজপুরে নন্দমহারাজ রূপে এবং তাঁর পত্নী ধরা যশোদামাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

কিন্তু শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাব যে, ব্রহ্মার বরেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হননি, বস্তুত তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতামাতা।

যশোদামাতা এবং নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিন্ময়ধামে নিত্য বাস করেন।

এই জড়জগতে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তাঁর নিত্য সহচরগণও তাঁর লীলাপুষ্টির জন্য আবির্ভূত হন। উদাহরণস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলাসঙ্গী শ্রীমতি রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধানের জন্য বৃন্দাবনে আবির্ভূত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।৪৮ নং শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেন যে, যশোদামাতা এবং নন্দমহারাজ সাধারণ জীবাত্মা নন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিসত্ত্বার বিস্তার।

নন্দমহারাজ এবং যশোদামাতার সৌভাগ্য বর্ণনা করতে গিয়ে শুকদেব গোস্বামী বলেন, 'যশোদামাতা পরমেশ্বর ভগবানের নিকট যে কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন, ব্রহ্মা, মহাদেব

ভগবান এই বিশ্বের জন্য যে বিধি সৃষ্টি করেছেন, ভগবানের পার্ষদবর্গ এবং এমনকি ভগবান স্বয়ংও বহুবার তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন। আমরা এখানে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হওয়ার জন্য দ্রোণ এবং ধরাকে কৃচ্ছ্রসাধন ভাগ করে নিতে হয়নি।

এমনকি সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের পত্নীরূপে অবস্থান করেন তিনিও এই জড়জগতের মুক্তিদাতা পরমেশ্বর ভগবানের নিকট হতে সেইরূপ কৃপা প্রাপ্ত হননি।' (ভা. ১০।৯।২০)

যদি ব্রহ্মা নন্দ এবং যশোদার ন্যায় কৃপাপ্রাপ্ত হননি সেক্ষেত্রে তিনি দ্রোণ এবং ধরাকে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হওয়ার মহান বর কিভাবে প্রদান করলেন?

সুতরাং আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, তাঁরা ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা ছিলেন কিন্তু জড়জগতে তাঁর পিতামাতার ভূমিকা পালন করার জন্য তাঁরা ব্রহ্মার বর প্রার্থনা করেন কারণ এই জড়জগতের সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ব্রহ্মাকেই দেওয়া হয়েছে।

ভগবান এই বিশ্বের জন্য যে বিধি সৃষ্টি করেছেন, ভগবানের পার্ষদবর্গ এবং এমনকি ভগবান স্বয়ংও বহুবার তা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছেন।

আমরা এখানে দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা হওয়ার জন্য দ্রোণ এবং ধরাকে কৃচ্ছ্রসাধন ভাগ করে নিতে হয়নি।

চিন্ময় জগতে দুই ধরনের ভক্ত রয়েছে — নিত্য সিদ্ধ এবং

করানোর জন্য তিনি তাঁর নিত্য পিতামাতাদের নিয়ে এই জড়জগতে আবির্ভূত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে দ্রোণ এবং ধরা তাঁর পিতামাতা হওয়ার জন্য আবির্ভূত হন। তাঁরাই নন্দমহারাজ এবং তাঁর পত্নী যশোদা রূপে আবির্ভূত হন। অন্যভাবে বলা যায় এক সাধন সিদ্ধ জীবাত্মার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বা মাতা হওয়া অসম্ভব কারণ শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং মাতার পদ ইতিমধ্যেই তারা প্রাপ্ত হয়েছেন।' (ভা. ১০।৮।৪৯ তাৎপর্য)

যদিও আমরা জীবাত্মারা নিত্যসিদ্ধ-গণের সম স্তর প্রাপ্ত করতে পারি না কিন্তু যদি আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের অভ্যাস অনুসরণ করি সেক্ষেত্রে চিন্ময় জগতে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে বাস করার সুযোগ লাভ করতে পারব।

বৃহৎ-ভাগবতামৃতে কথিত হয়েছে, 'স্থান, কাল এবং ভূমিকা বিশেষে গোলোকবাসীগণ কখনও আংশিক বা কখনো পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ স্বয়ং যা করেন, তাঁরাও অনুরূপ করেন। যখন ভগবান অবতার গ্রহণ করেন, গোলোকবাসীগণ ভগবানের সঙ্গে নিজ নিজ রসে আকৃষ্ট হয়ে অবতীর্ণ হওয়ার অভিলাষে নিজ নিজ অবতারের কোন পূর্বপ্রসঙ্গে আবির্ভূত হন এবং পরিশেষে অবতারের ভূমিকার সমাপ্তিতে নিজ নিজ ভাবে পুনরায় লীন হয়ে যান।' ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অভীষ্ট লাভ (দ্য ফুলফিলমেন্ট অব্ ডিজায়ার্স্) শ্লোক ২০৫-২০৮।

সেইহেতু নন্দ এবং যশোদা শ্রীকৃষ্ণের লীলা আস্বাদনে চিন্ময় জগত থেকে অবতীর্ণ হন। জড়জগতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমাপনে নন্দমহারাজ এবং যশোদামাতা চিন্ময় জগতে তাদের মূল স্বরূপে লীন হয়ে যান।

নন্দমহারাজ, চিন্ময় জগতে নিত্য অবস্থানকারী মূল নন্দ মহারাজে লীন হয়ে যান এবং যশোদামাতাও চিন্ময় জগতে তাঁর মূল স্বরূপে লীন হয়ে যান।

সাধন সিদ্ধ। নিত্য সিদ্ধগণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ। তারা শ্রীকৃষ্ণের দেহ হতেই সৃষ্ট। তারা কখনও তাদের উন্নত স্তর হতে পতিত হন না। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁরাও সর্বোত্তম পবিত্র।

সাধন সিদ্ধগণ আমাদের মত সাধারণ জীবাত্মা কিন্তু নিষ্ঠাভরে ভক্তিজীবন অভ্যাস করে তারা উৎকর্ষতা লাভ করেছেন এবং তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহ আস্বাদন করার জন্য তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ লাভ করেন।

যশোদামাতা এবং নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সিদ্ধ ভক্ত। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি যা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্ময় আনন্দ দান করে সেই শক্তির বিস্তার। নন্দমহারাজ এবং যশোদামাতা চিন্ময় জগতে, গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থান করেন। তাঁরা এই জড়জগতে ভগবানের লীলাবিলাসে সহায়তাকল্পে দ্রোণ এবং ধরারূপে নিজেদের বিস্তার করেন।

যদিও এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কোন মাতাপিতার প্রয়োজন নেই কিন্তু এখানে লীলাবিলাস আস্বাদন হেতু এবং আমাদের তাঁর চিন্ময় জগতের লীলামাধুর্য আস্বাদন

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http:/krishnamagic.blogshot.co.uk/

ডাল রুটি ফ্রাই

উপকরণ ঃ ছোলার ডাল ২৫০ গ্রাম। ছোলার ছাতু ১৫০ গ্রাম। ঘি ১০০ গ্রাম। রুটি করার জন্য আটা ২০০ গ্রাম। লবণ ও হলুদ পরিমাণ মতো। বড়া ভাজার জন্য তেল ২০০ গ্রাম। চিনি ২৫ গ্রাম। আদা বাটা ২ চা-চামচ। কাঁচা লংকা ৫ টি (কুচি করা)। গোটা জিরে ১০ গ্রাম। গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। নারকেল কোরা ১ কাপ। হিং ১ চিমটি।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ ছোলার ডাল সেদ্ধ করে নামিয়ে রাখুন। এই ডাল যেন না গলে যায়।

আটা মেখে রুটি বেলে নিন। রুটিগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে একটা পাত্রে রাখুন।

কড়াই উনানে বসিয়ে গরম করতে দিয়ে একটা পাত্রে ছোলার ছাতু, নারকেল কোড়া, অর্ধেক আদা বাটা, অল্প লবণ, হলুদ, লংকা কুচি, সেদ্ধ ডালের অর্ধেকটা দিয়ে ভালো করে মেখে ছোট ছোট বড়া বানিয়ে ভেজে তুলে নিন।

অন্য একটা কড়াই বসিয়ে গরম হলে অল্প ঘি ঢেলে দিয়ে তাতে রুটির টুকরোগুলো ভেজে নিন।

কড়াইতে আবার একটু ঘি দিয়ে লঙ্কা কুচি, গোটা জিরা, হিং, বাকী আদা বাটা, একটু হলুদগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে চিনি দিন, বাকি সেদ্ধ ডাল দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে একটু শুকনো হলে ভাজা রুটির টুকরো দিয়ে দিন। বাকী ঘি দিন। আঁচ বন্ধ করে গরম মশলা দিয়ে নেড়ে ঢাকনা ঢেকে রাখুন পাঁচ মিনিট মতো। তারপর ঢাকনা খুলে এই ফ্রাই শ্রীভগবানকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

গান্ধীজীর প্রতি
শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

অনুবাদ - ডঃ প্রেমাঞ্জন দাস

কানপুর
১২ই জুলাই, ১৯৪৭

মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতি
ভাঙ্গি কলোনী, নতুন দিল্লী

প্রিয় বন্ধু মহাত্মাজী,

অনুগ্রহপূর্বক আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। আমি আপনার একজন অপরিচিত বন্ধু কিন্তু মাঝে মধ্যে আপনাকে আমার চিঠি লিখতে হয়েছিল, যদিও সেগুলির উত্তর লেখার ব্যাপারে আপনি কখনই যত্ন করেননি। আমি আপনাকে আমার পত্রিকা 'ব্যাক টু গডহেড' পাঠিয়েছিলাম কিন্তু আপনার সচিব আমাকে বলেছিলেন যে, চিঠি পড়ার ব্যাপারে আপনার সময় খুবই কম এবং পত্রিকা পড়ার ব্যাপারে আরও কম। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনার ব্যস্ত সচিব এর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি। যাই হোক, যেহেতু আমি আপনার অতি পুরাতন বন্ধু যদিও আপনার অপরিচিত, তবুও আপনার উপযুক্ত পদে আপনাকে আসীন করার উদ্দেশ্যে আমি পুনরায়

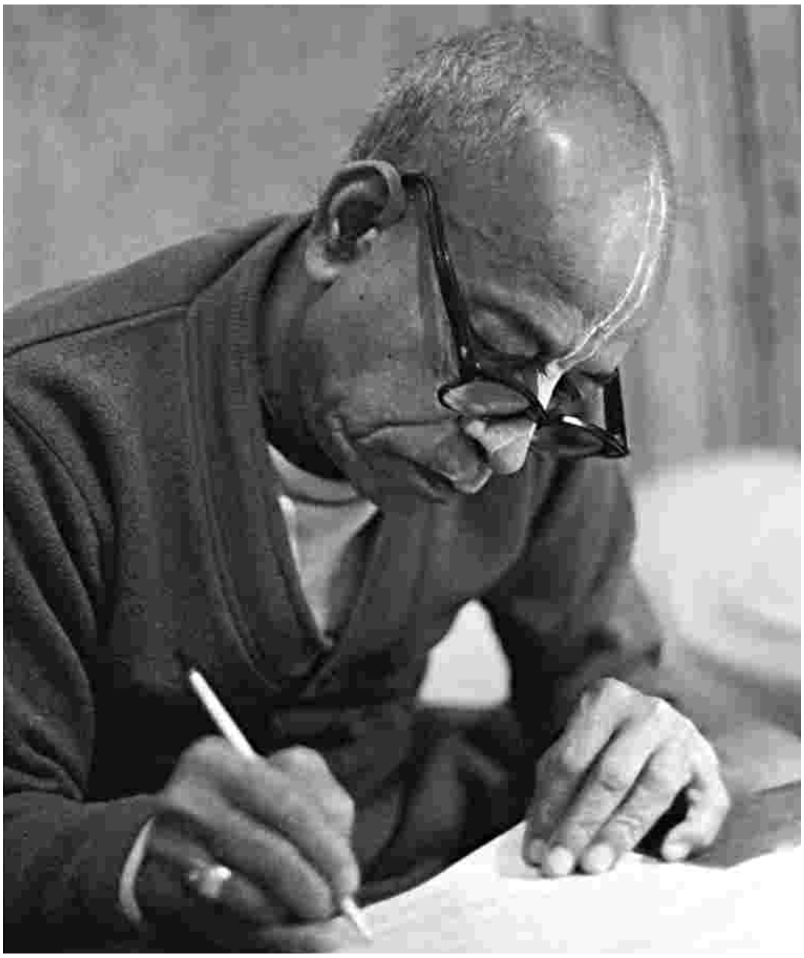

আপনাকে এই পত্র লিখছি। একজন আন্তরিক বন্ধু হিসাবে আপনার মতো একজন মহান ব্যক্তির প্রতি আমার কর্তব্য থেকে কখনই আমার বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

একজন আন্তরিক বন্ধু হিসাবে আমি আপনাকে বলছি যে, আপনি যদি এক গৌরব বিহীন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করেন, তবে এখনই আপনাকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবশ্যই অবসর গ্রহণ করতে হবে। আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন সেরকম ভাবেই আপনি ১২৫ বছরের জীবন পেয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি গৌরব বিহীনভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে এর কোনও মূল্য নেই। যে সম্মান এবং মর্যাদা আপনি আপনার বর্তমান জীবদ্দশায় লাভ করেছেন, স্মরণকালের মধ্যে এরকমটি অন্য কারও পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আপনার অবশ্যই জানা দরকার যে, এই সকল সম্মান এবং মর্যাদাই মিথ্যা কেননা এসবই পরমেশ্বর ভগবানের মায়াশক্তির রচনা মাত্র। এই মিথ্যার দ্বারা আমি এটা বুঝাচ্ছি না যে, আপনার এত সব বন্ধু আপনার প্রতি মিথ্যা ছিল কিংবা আপনি তাদের প্রতি মিথ্যা ছিলেন। এই মিথ্যা বলতে আমি এক মোহগ্রস্ত অবস্থাকে বুঝাচ্ছি কিংবা অন্যভাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা আপনি যে মিথ্যা বন্ধুত্ব এবং সম্মান আপনি লাভ করেছেন তা মায়ার রচনা ছাড়া কিছুই নয়, আর তাই সেগুলি সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী বা এগুলিকে আপনি মিথ্যাও বলতে পারেন। কিন্তু আপনি স্বয়ং বা আপনার বন্ধুবর্গ বা আপনাদের কেউই এই সত্যটি জানতেন না।

এখন ভগবানের করুণায় আপনার সেই মোহ পরিষ্কার হতে চলেছে এবং এইভাবে আচার্য্য কৃপালিনী এবং অন্যান্য কয়েকজনের মতো বিশ্বস্ত বন্ধুরা আপনার প্রতি অভিযোগ করছেন যে, অসহযোগ আন্দোলনের মহিমান্বিত দিনগুলিতে আপনি যেভাবে তাদের এক বাস্তব কর্মসূচীতে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন বর্তমানে আপনি তা করতে অক্ষম হয়ে যাচ্ছেন। তাই আপনার বিরোধী পক্ষ বর্তমানে যে রাজনৈতিক জট সৃষ্টি করেছে আপনিও তার যথার্থ সমাধান খুঁজতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সুতরাং আমার মতো একজন তুচ্ছ বন্ধুর কাছ থেকে আপনার এই সাবধানবাণী গ্রহণ করা উচিত যে, যদি যথাসময়ে আপনি রাজনীতি থেকে বিশ্রাম গ্রহণ না করেন এবং নিজেকে একশো ভাগ ভগবদ্গীতার বাণী প্রচারের কার্যে নিযুক্ত না করেন, যা হলো মহাত্মাদের প্রকৃত কার্য, তাহলে মুসোলিনি, হিটলার, তোজোস, চার্চিল বা লিয়ড জর্জেজ যে ধরনের মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন, আপনাকেও সেরকম গৌরব বিহীন মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে।

আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারছেন যে, বন্ধুর ছদ্মবেশে (ভারতীয় এবং ইংরেজ উভয়ই) আপনার কিছু রাজনৈতিক শত্রু কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে প্রতারিত করেছে এবং এত বছর ধরে যে দুষ্ট কার্যকে প্রতিহত করার জন্য আপনি এত কঠোর সংগ্রাম করলেন সেই কার্যটিই সম্পাদন করে তারা আপনার হৃদয়কে বিদীর্ণ করেছে। আপনি ভারতবর্ষে প্রধানত হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং তারা খুব কৌশলে আপনার কার্যকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছিল — পৃথকভাবে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি করে। আপনি ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা ভারতকে চিরস্থায়ী পরাধীনতা দান করল। আপনি ভাঙ্গীদের

পদোন্নতির জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখনো ভাঙ্গীরা ভাঙ্গীদের মতোই পচে মরছে যদিও আপনি ভাঙ্গী কলোনীতেই বসবাস করছেন। এগুলি তাই সবই মোহমাত্র আর যখন এই সব বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে আপনার কাছে উপস্থাপিত করা হবে, তখন সেগুলিকে আপনি আবশ্যই ঈশ্বর প্রেরিত বলে বিবেচনা করবেন। যে মোহগ্রস্ত অবস্থায় আপনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, ভগবান আপনার সেই মোহকে দূরীভূত করে আপনাকে কৃপা করেছেন আর সেই একই মোহের দ্বারা আপনি সেই সব ধারণাগুলিকে সত্য বলে পুষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন (?)

আপনার অবশ্যই জানা উচিত যে, আপনি আপেক্ষিক জগতে রয়েছেন যাকে ঋষিগণ দ্বৈত জগৎ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এখানকার কোন সত্যই পরম সত্য নয়। আপনার অহিংসা সর্বদাই হিংসার দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে, ঠিক যেমন আলোক অন্ধকারের দ্বারা অনুসৃত হয় কিংবা পিতা পুত্রের দ্বারা অনুসৃত হয়। এই দ্বৈত জগতে কোনও কিছুই পরম সত্য নয়। আপনি তা জানতেন না এবং সঠিক উৎস থেকে তা জানার কোনও চেষ্টাও আপনি কখনও করেননি। এবং তাই একতা সৃষ্টি করার আপনার সমগ্র প্রচেষ্টাই বিভেদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল এবং অহিংসা হিংসার দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল।

কিন্তু কখনোই না হওয়ার থেকে দেরী করে হওয়া বরং ভাল। এখন পরম সত্য সম্পর্কে আপনার অবশ্যই কিছু জানা দরকার। এতদিন ধরে যে সত্য নিয়ে আপনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন, তা হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যগুলি তিন গুণে গুণান্বিত দৈবী মায়ার সৃষ্টি। ভগবদ্গীতার (৭/১৪) ব্যাখ্যা অনুসারে এদের অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

কঠোপনিষদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরম তত্ত্ব বিজ্ঞানকে শেখার জন্য মানুষকে এমন একজন গুরুর কাছে অবশ্যই উপনীত হতে হবে যিনি বিশ্বের সমগ্র শাস্ত্র সম্পর্কেই অভিজ্ঞ শুধু তাই নয়, বরং পরম সত্য তথা ব্রহ্মকেও উপলব্ধি করেছেন। ভগবদ্গীতাতেও ঠিক একই উপদেশ প্রদান করা হয়েছে নিম্নরূপে—

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।
(গীতা ৪।৩৪)

কিন্তু আমি জানি যে, আপেক্ষিক সত্য সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় আপনি যেমন বহু কিছু আবিষ্কার করেছেন, ঠিক তেমনি আপনার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনি অনেক কঠোর তপস্যার পন্থা আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া আপনি কখনোই সেরকম কোনও দিব্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ বা অনুশীলন করেননি।

উপরে উল্লেখিত শ্লোক অনুসারে আপনি যদি কোন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতেন তাহলে ঐ সকল বিষয়গুলি আপনি সহজেই পরিহার করতে পারতেন। তবে কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদির দ্বারা কিছু ঐশ্বরিক গুণাবলী অর্জন করার ব্যাপারে আপনার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা তা নিশ্চয়ই আপনাকে কোনও উন্নত স্তরে উত্তোলন করেছে যা আপনি আরও ভালোভাবে পরম সত্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে আপনি যদি শুধু এই ক্ষণস্থায়ী স্থিতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন এবং পরম সত্যকে জানার চেষ্টা না করেন তাহলে নিশ্চিতরূপে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই আপনাকে এই কৃত্রিমভাবে প্রাপ্ত উন্নতস্তর থেকে অধঃপতিত হতেই হবে। কিন্তু আপনি যদি সত্যি সত্যিই পরম সত্যকে লাভ করতে চান এবং বিশ্বজুড়ে সর্ব সাধারণের কল্যাণ সাধন করতে চান, যার মধ্যে আপনার একতা, শান্তি, অহিংসা — এইসব ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হবে, তাহলে এক্ষুণি আপনাকে এই পূতিগন্ধময় রাজনীতিকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং ভগবদ্গীতার শিক্ষাকে অনাবশ্যক মনগড়া মতবাদ দুষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান না করে তার ধর্ম এবং দর্শনকে প্রচার করার কার্যের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে হবে। আমি মাঝে মধ্যেই আমার পত্রিকা ভগ্‌বৎ-দর্শন-এ এই বিষয়ে আলোচনা করেছি এবং এই চিঠির সঙ্গেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা সংযোজন করে দিয়েছি।

আমি শুধু আপনাকে অনুরোধ করবো যে, অন্তত পক্ষে মাত্র একটি মাসের জন্য আপনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করুন এবং আসুন দুজনে মিলে ভগবদ্গীতার আলোচনা করি। আমি নিশ্চিত যে, এর দ্বারা এই আলোচনার ফলস্বরূপ আপনি এক নতুন আলোক লাভ করবেন — শুধু আপনার কল্যাণের জন্যই নয়, বরং সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য — কারণ আমি জানি আপনি একজন আন্তরিক, সত্য এবং নৈতিক জ্ঞান ও আচরণ সম্পন্ন ব্যক্তি।

অধীর আগ্রহে সত্ত্বর উত্তরের অপেক্ষায় আপনার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী—

অভয়চরণ দে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমগ্র গীতাকে তিনটি ষটকে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম ছয় অধ্যায়কে বলা হয় কর্মষটক—কর্ম যোগের মাধ্যমে কিভাবে ভক্তি লাভ করা যায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যবর্তী ষটক (৭ অধ্যায় থেকে ১২ অধ্যায়) ভক্তি ষটক। ভক্তি করার মাধ্যমে কিভাবে ভক্তি লাভ করা যায় সেই কথা আলোচনা করা হয়েছে। শেষ ছয় অধ্যায়কে (১৩ অধ্যায় থেকে ১৮ অধ্যায়) বলা হয় জ্ঞান ষটক। জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে ভক্তি লাভ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ১২ অধ্যায়ের ৭নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে বর্ণনা করা হয়েছে জীব কিভাবে জড় জগতের সংস্পর্শে আসে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে সে কিভাবে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, সেই সমস্ত বিষয়ের এখানে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব যদিও তাঁর জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন তবুও সে তার জড় দেহের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সেই কথাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিভাজন—

১নং-৭নং অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন।

৮নং-১২নং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও মুক্তির পন্থা ব্যাখ্যা করেছেন।

১৩নং-১৯ নং — কৃষ্ণ জ্ঞাতব্য বস্তু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন।

২০নং-২৬নং— শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি ও পুরুষ এবং তাদের মিলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।

২৭নং-৩৫নং — জ্ঞানচক্ষু সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১ নং শ্লোকে আমরা দেখতে পাই, অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছয়টি প্রশ্ন করেছেন—

১। প্রকৃতি—জড় প্রকৃতি।

২। পুরুষ—ভোক্তা।

৩। ক্ষেত্র—যার মাধ্যমে জীব জড় জগতে কর্ম করতে পারে।

৪। ক্ষেত্রজ্ঞ— জীবাত্মা ও পরম আত্মা।

৫। জ্ঞান — জ্ঞান এবং জ্ঞান লাভের পন্থা সম্বন্ধে ১৩। ৩, ১৩। ৮-১২ এবং ১৩। ২৪-২৫নং শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬। জ্ঞেয় — জ্ঞাতব্য বিষয়।

২ নং শ্লোকে অর্জুনের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের ভগবান উত্তর দিচ্ছেন, দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং দেহকে বা ক্ষেত্রকে যে জানে, তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র মানে জমি—যেখানে চাষ করা হয় তদ্রূপ ভগবান জীবকে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার

জন্য ক্ষমতা অনুসারে একটি শরীর দান করেন—এই শরীরটাকেই বলা হয় কর্মক্ষেত্র। এই শরীর দিয়ে যেমন কর্ম করবেন অর্থাৎ চাষ করবেন তেমন ফল পাবেন। মালিক হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ—আত্মা।

৩নং শ্লোকে — দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন পরমাত্মা। কখনও কখনও দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়ে থাকে। তিনি সমস্ত দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ বা জ্ঞাতা।

জ্ঞানের সংজ্ঞা—দেহ এবং দেহের জ্ঞাতাকে (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) জানাই জ্ঞান।

জীবাত্মা ব্যক্তিগত একটি দেহের জ্ঞাতা কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত দেহের জ্ঞাতা।

৪নং শ্লোক— (১) ক্ষেত্র কি? দেহ কিভাবে গঠিত (৬-৭নং শ্লোকে ব্যাখ্যা আছে (২) তার কি প্রকার? দেহ কিভাবে পরিবর্তন হয়? (৭ ও ১৩-২০ নং) শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর (৩) তার বিকার কি? ৬নং শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৪) কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে? কখন, কিভাবে কোথায় দেহ উৎপন্ন হয়েছে — ২১-২২ ও ৩০ নং শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৫) ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি? ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় ১৪ ও ২৩ নং শ্লোকে ব্যাখ্যা আছে। (৬) প্রভাব কি? ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব ১৪-১৮নং শ্লোকে ব্যাখ্যা আছে।

কখন জীব কৃষ্ণবর্হির্মুখ হয়েছিল বা কেন হয়েছিল উল্লেখ নেই। যেই কৃষ্ণ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা করেছে বা বহির্মুখ হয়ে ভোগ করার ইচ্ছা করেছে—সেই মুহূর্তে জীব এই জড় জগতে এসেছে। জীব যেহেতু ভগবানের তটস্থা শক্তি তাই গোলোকে ফিরে গেলেও তটস্থা শক্তির পরিবর্তন হবে না—তাই জীবের ইচ্ছা পরিবর্তন হতে পারে।

৫নং শ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও আচার্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রামাণিক শাস্ত্র ও আচার্যের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ কথাগুলি যাতে আরো স্পষ্ট হয় এবং পুষ্ট হয়।

৬নং-৭নং শ্লোক মহর্ষিদের প্রামাণ্য বাক্য বৈদিক ছন্দ ও বেদান্ত সূত্র থেকে এই জগতের মৌলিক উপাদানগুলি জানতে পারা যায়। পঞ্চ মহাভূত—মাটি, জল, আকাশ, অগ্নি ও বায়ু। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চোখ, কান, জিহ্বা, ত্বক ও নাসিকা।

পঞ্চ তন্মাত্র— রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—মুখ, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ।

চারটি সূক্ষ্ম উপাদান—মন, বুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার ও প্রধান (ত্রিগুণের অব্যক্ত অবস্থা) মোট ২৪টি।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ স্থুল দেহের অন্তর্গত পঞ্চ মহাভূত পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে তৈরী হয়।

মন, বুদ্ধি ও অহংকার সূক্ষ্ম দেহের অভিব্যক্তির ফলে চেতনা।

৮নং শ্লোক থেকে ১২নং শ্লোক পর্যন্ত ২০টি জ্ঞান রূপ দিব্য গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন ভগবান। এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অজ্ঞান।

১। অমানিত্ব (মান শূন্যতা)— অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভ করে আত্মতৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া বা অপরের কাছ হতে সম্মানের আশা না করা।

২। দম্ভ শূন্যতা — যিনি জানেন দেহটি তার স্বরূপ নয় তাই দেহগত সম্মান ও অসম্মান দুই নিরর্থক বলে মনে করেন তিনিই দম্ভ শূন্যতার অধিকারী।

৩। অহিংসা — অন্যকে ক্লেশ না দেওয়া। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন অপরকে কৃষ্ণভক্তি দান না করা সেটাও হিংসা। তাই কৃষ্ণভক্তি দান করার প্রচেষ্টাই অহিংসা।

৪। সহিষ্ণুতা—বা ক্ষান্তি—অপমান, অসম্মান ও অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা।

৫। সরলতা—কোন প্রকার ছলচাতুরী না করা ও নিষ্কপট ভাবে শত্রুর কাছেও সত্যি কথা বলবে।

৬। সদ্‌গুরুর সেবা— যাঁর কৃপার ফলে ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসর হতে পারবো।

৭। শৌচ — বাহ্য শুচি ও অন্তর শুচি। পবিত্র নদীতে বা পবিত্র জলে স্নান করার ফলেই বাহ্য শুচিতা লাভ করা যায় আর হরিনাম ও কৃষ্ণচিন্তা করার ফলেই অন্তরে শুচিতা লাভ করা যায়।

৮। স্থৈর্য — পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য দৃঢ় সংকল্প হওয়া।

৯। আত্মসংযম—পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে প্রতিকূল সব কিছু বর্জন করাকেই আত্মসংযম বলা হয়।

১০। ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য—জীবনের অনাবশ্যক দাবীগুলিকে স্বীকার না করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিধিবদ্ধ ভাবে সেবায় নিযুক্ত রাখা।

১১। মিথ্যা অহংকার শূন্যতা—আমি দেহ কিংবা মন এই ভাব ত্যাগ করে নিজেকে কৃষ্ণের দাস মনে করা।

১২। জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধি আদি দুঃখের দোষ দর্শন —যথার্থ উৎস থেকে এই সম্বন্ধে শ্রবণ করে অনুভূতি ও উপলব্ধি বাড়ানো।

১৩। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি নিরাসক্তি—তাদের প্রতি আসক্তি শূন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়া।

১৪। স্ত্রী পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য—তাদের প্রতি প্রীতি থাকাটা স্বাভাবিক তবে যদি কৃষ্ণভক্তির অনুকূল না হয় তা হলে আসক্তিশূন্য হতে হবে।

১৫। সর্বদা সমচিত্ত — জড় জাগতিক লাভ বা ক্ষতিতে উল্লসিত বা ব্যথিত না হওয়া।

১৬। শ্রীকৃষ্ণে অনন্য অব্যভিচারিণী ভক্তি—নববিধা ভগবদ্ভক্তি সাধনে নিরন্তর যুক্ত থাকা।

১৭। নির্জন স্থান প্রিয়তা—বিষয়ী লোকের সাথে মেলামেশার বাসনা রহিত। আর সর্বদা সাধু সঙ্গে থাকা।

১৮। জনাকীর্ণ স্থানের প্রতি অরুচি—বিষয়ী লোকের সঙ্গে না থাকার ইচ্ছা। আর সর্বদা ভক্তসঙ্গে বাস করা।

১৯। অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি—সময় নষ্ট করে অনাবশ্যক খেলা-ধূলা, সিনেমা ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ না করা।

২০। তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন অনুসন্ধান—যৌন-বিজ্ঞানের মতো তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে দার্শনিক বিচক্ষণতার সাথে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করা।

এই দিব্য গুণগুলি যদি জ্ঞানীরা অর্জন করে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত না হয় তা হলে কেবল সেগুলি জ্ঞান সিদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে, আর ঐ দিব্য গুণাবলীগুলি খুব সহজেই লাভ করতে পারবে যদি অনন্য ভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়। কেউ প্রশ্ন করতে পারে দিব্য গুণাবলীর মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, জরা আদি জাগতিক দুঃখ দুর্দশার কথা এখানে কেন আলোচনা করা হয়েছে ঃ—এর কারণ জড়-জাগতিক জীবন সম্বন্ধে হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গি না এলে মানুষ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে আগ্রহী হবে না। বিশেষ করে এই যুগের জন্য জীবনকে সুখ ও আনন্দময় করে তোলার সর্বোত্তম উপায় (১) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা (২) কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ (৩) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করা ও আলোচনা করা এবং (৪) শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বোক্ত পাঁচটি শ্লোকে (৮-১২নং) জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে বলার পর এখন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

১৩নং —পরমেশ্বর ভগবান এখানে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন।

জড়বস্তুকে ভোগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়ার কারণেই জীবাত্মা জড় জগতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যখন সে পরমাত্মাকে প্রকৃত ভোক্তা ও নিয়ন্ত্রক বলে উপলব্ধি করতে পারে তখন সে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। এই শ্লোকে যে ব্রহ্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো জীবাত্মা। জীবাত্মাকে বিজ্ঞান ব্রহ্মও বলা হয় এবং পরম ব্রহ্ম হলেন পরমেশ্বর ভগবান—তাঁকে আনন্দ ব্রহ্মও বলা হয়েছে।

১৪নং শ্লোকে পরম জ্ঞাতব্য বস্তু পরমাত্মা সম্বন্ধে বলেছেন। পরমাত্মার সমস্ত অঙ্গ আছে তাই আমরা যখন ভোগ লাগাই তিনি বহুদূরে থাকলেও হস্ত প্রসারিত করে সেই ভোগ গ্রহণ

করেন। তিনি তাঁর হস্ত সীমাহীন বর্ধিত করতে পারেন। কিন্তু জীবাত্মা পারে না সীমিত অবস্থায় তার হাত-পা থেকে যায়।

১৫নং শ্লোকে পরমাত্মার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

পরমাত্মার ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময় যদি জীবাত্মার একটা শরীর আছে তা হলে কেন পরমাত্মার শরীর থাকবে না? পরমাত্মার শরীর আছে তা হলো চিন্ময়—তাই আমরা জড় চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাই না। তিনি সকল জীবের পালক এবং সকল জীবের কর্মের সাক্ষী।

১৬নং —পরমাত্মা সবকিছুর মিলন ক্ষেত্র।

এই শ্লোকে 'অবিজ্ঞেয়ম্' কথাটির দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, পরমাত্মাকে জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও উপলব্ধি করা যায় না। তাঁকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর কথা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করার মাধ্যমে। একটি কাহিনী বললে বুঝতে সুবিধে হবে। একটি মন্দিরে গৌরনিতাই ও রাধাকৃষ্ণ আছেন আর অন্য ঘরে শালগ্রাম শিলারও পূজা করেন পূজারী। একজন বয়স্কা মাতাজি তার গরুর দুধ ভগবানের পূজার জন্য দিতে আসেন। মাতাজি চিন্তা করলেন আমার দেওয়া কাঁচা দুধ ঠাকুর মহাশয় কি করেন দেখি! তিনি দেখলেন তুলসী পাতা দিয়ে কিছু পাথরের উপর ঢেলে দিলেন। মাতাজি বললেন, আমি ঠাকুরের সেবায় দুধ দিলাম আর আপনি কি করলেন দুধটা পাথরের উপর ঢেলে দিলেন। পূজারী বললেন ''মাতাজী —পাথর নয়—আমার নারায়ণ শিলা—আমি আপনার দেওয়া দুধ দিয়ে নারায়ণকে অভিষেক করলাম।'' মাতাজি বললেন, ''রোজ যদি দুধ দিই—আমার কি লাভ হবে।'' পূজারী বললেন ''রোজ এখানে দুপুরে প্রসাদ পাবেন—আর মৃত্যুর সময় ভবনদী বিশাল বড়—পার হওয়া বড়ই কঠিন তা গরুর ক্ষুরের তুল্য ছোট হয়ে যাবে আর আপনি সহজে পার হয়ে যাবেন।'' ঘটনা ক্রমে মাতাজি যে জায়গা দিয়ে আসেন একটা নদী পার হতে হয়। আর ঐ নদীতে কোন কারণে বান এসেছে—জল বেড়ে গেছে তাই নৌকা নেই। মাতাজি চিন্তা করলেন —আমি এক মাস দুধ দিয়েছি তা হলে তো —এই ছোট নদীটা আমি হেঁটে পার হতে পারব —তাই ভগবানের উপর বিশ্বাস করে আর পূজারীর কথার উপর বিশ্বাস করে হেঁটে নদী পার হয়ে চলে এলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় পূজারী বিশ্বাস করতে না পারায় পরীক্ষা করার জন্য গেলেন আর কাপড় তুলতে শুরু করলেন যাতে ভিজে না যায় আর বয়স্কা মাতাজি অনায়াসে পূজারীর কথা 'অভিজ্ঞেয়ম্'—ভক্তি পূর্বক শ্রবণ করে বিশ্বাস করেছিলেন।

১৭নং শ্লোক—পরমাত্মা সর্বজীবের মধ্যে থাকলেও তিনি অখণ্ড, তিনি সর্বভূতের পালক, সংহার কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা। প্রমাণ স্বরূপ—মধ্যাহ্ন কালে সূর্য আমাদের মাথার উপর থাকে। আমি যদি ৫০০০ কিমি দূরেও যাই তবুও সূর্য আমার মাথার উপর থাকবে। অথবা সূর্যকে বিভিন্ন জায়গায় আলো ছড়াতে বিভক্ত হতে হয় না।

১৮নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যাঁর সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করেছেন তাঁর প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত করেছেন পরমাত্মাই জ্ঞেয়, যিনি সকলের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থিত। তিনিই সূর্য, চন্দ্র, তারকার আলোকের উৎস। চিৎজগতে চন্দ্র ও সূর্যের প্রয়োজন নেই---সেখানে ভগবানের অঙ্গ জ্যোতিতে আলোকিত হয়।

১৯নং শ্লোক—এই সব বিষয় বুঝতে সক্ষম ব্যক্তিই আমার ভক্ত।

(১) জ্ঞান মানে—প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন তা উপলব্ধি করার নামই হলো জ্ঞান বা সব কিছুকে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে উপলব্ধি করা।

(২) পরমাত্মাই হলো জ্ঞেয়।

(৩) শরীর হলো ক্ষেত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই এই তিনটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেন।

২০নং শ্লোকে জড়া প্রকৃতি ও জীব উভয়ই নিত্য অনাদি। জীবাত্মা ভগবানেরই তটস্থা শক্তি। কিন্তু দেহের মাধ্যমে জীব সম্পাদিত কর্ম ও কর্মফল ভোগ করে বলে সে নিজেকে ভোক্তা বা পুরুষ বলে মনে করে।

জীব এই জগতে কেন আসে—এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ একবার ক্লাসে বলেছিলেন, ''কৃষ্ণ-বহির্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে'' কিন্তু কখন জীব কৃষ্ণবর্হির্মুখ হয়েছিল বা কেন হয়েছিল উল্লেখ নেই। যেই কৃষ্ণ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা করেছে বা বহির্মুখ হয়ে ভোগ করার ইচ্ছা করেছে—সেই মুহূর্তে জীব এই জড় জগতে এসেছে। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ জয়াদ্বৈত স্বামী মহারাজ বলেছিলেন এক সময়—জীব যেহেতু ভগবানের তটস্থা শক্তি তাই গোলোকে ফিরে গেলেও তটস্থা শক্তির পরিবর্তন হবে না—তাই জীবের ইচ্ছা পরিবর্তন হতে পারে।

২১নং—জীব এবং জড়া প্রকৃতির পরিবর্তনের যে সম্পর্ক তা এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—জড় জগতের উপর আধিপত্য করার

বাসনার ফলে জীব জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ চিন্ময় জগৎ পবিত্র, সেখানে প্রভুত্ব করার বাসনা থেকে মুক্ত। কিন্তু সেখানে থেকে যখন প্রভুত্ব করার বাসনা করে সেটাকেই বলে কৃষ্ণ বহির্মুখ হওয়া ভোগ বাঞ্ছা করার ইচ্ছা। জীব পূর্ব বাসনা, কর্ম ও গুণ-অনুযায়ী নতুন দেহ লাভ করে। আর দেহ লাভ করার সাথে সাথে জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীনে স্ব-স্ব স্বভাব প্রকাশ পায় কিন্তু ভগবান দেখেন আমাকে ছেড়ে কোথায় যায় তাই পরমাত্মা রূপে সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকেন—কখন আবার আমার কাছে ফিরে আসবে সেই অপেক্ষায় থাকেন।

২২ নং শ্লোকে —ভোগ করার বাসনা অনুযায়ী ও জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাবে জীব সৎ-অসৎ বিভিন্ন প্রজাতির দেহ লাভ করে। ৮৪ লক্ষ প্রকার কেন? সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণকে মিশ্রণ করে বিভক্ত করার ফলে ৮৪ লক্ষ বার ভাগ করার পর আর ভাগ করা গেল না—তাই ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রজাতি— শ্রীপাদ জননিবাস প্রভু এই কথা বলেছিলেন।

উদ্ধারের উপায়—নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ভগবানের কথা সাধু সঙ্গে মন দিয়ে শ্রবণের ফলে ধীরে ধীরে মুক্ত হতে পারি।

২৩নং — ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে অবস্থান করে জীবকে সাহায্য করেন (১) উপদ্রষ্টা —সাক্ষী রূপে সমস্ত কর্ম নিরীক্ষণ করেন (২) অনুমন্তা -অনুমতি প্রদান করেন (৩) ভার্তা—লালন পালন করেন সমস্ত জগতকে (৪) ভোক্তা সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা অর্থাৎ সমস্ত কিছু জগতের ভোগ করার মালিক হচ্ছেন তিনি। (৫) মহেশ্বর-সমস্ত গ্রহলোক ও দেবতাদের অধীশ্বর।

২৪ নং —এই শ্লোকে জ্ঞান লাভের প্রধান উদ্দেশ্য কি আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীব কিভাবে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তা ভালভাবে জেনে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

২৫নং — কেউ ধ্যানের মাধ্যমে পরমাত্মাকে দর্শন করেন আবার কেউ সাংখ্য যোগের মাধ্যমে, আবার কেউ কর্মযোগের মাধ্যমে দর্শন করেন। ভগবদ্ভক্তরা জানেন ভগবান চিৎ জগতেও থাকেন এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়েও থাকেন।

সাংখ্যবাদীরা বলেন জড় জগত ২৪টি তত্ত্বে বিভক্ত, ২৫তম ও ২৬তম তত্ত্ব হচ্ছে জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

কর্মযোগীরা—এরা মনে করেন আমরা ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত হচ্ছেন।

২৬নং— আধুনিক সমাজের জন্য এই শ্লোকটি প্রযোজ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রবণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। শ্রবণ করার ফলেই একজন ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হতে পারেন সহজেই।

২৭নং — এই জগতে আমরা স্থাবর ও জঙ্গম যত প্রজাতিই দেখি না কেন, সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমন্বয় মাত্র।

২৮নং — যিনি সমস্ত দেহে অবিনাশী-জীবাত্মার সাথে সর্বদা অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন—তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।

২৯ নং—সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় যখন কেউ সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন তখন তিনি মনের দ্বারা আর নিজেকে অধঃপতিত করেন না তিনি তখন ধীরে ধীরে চিন্ময় জগতের দিকে অগ্রসর হন।

৩০নং শ্লোক—আর যিনি জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে সত্য দর্শন করেন, তার সম্বন্ধে এখানে আর কি বলার আছে? তিনি হলেন আসল দ্রষ্টা।

৩১নং --- কেউ যখন বুঝতে পারে জীব তার কামনা-বাসনার ফলে ভিন্ন ভিন্ন শরীর লাভ করেছে কিন্তু স্বরূপগত সকলেই আত্মা—তখন তিনিই চিন্ময় স্বরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হন।

৩২নং —ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি কি দর্শন করেন? তিনি দর্শন করেন অব্যয় আত্মা কোন কিছু করে না এবং কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না।

৩৩নং— শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন জল, কাদা ও বিষ্ঠা আদি সব কিছুতেই বায়ু প্রবেশ করে কিন্তু তা হলেও কোন কিছুর সঙ্গে বায়ু মিশ্রিত হয় না। ঠিক তেমনি জীবাত্মা নানা শরীরের মধ্যে অবস্থান করলেও শরীর থেকে পৃথক থাকে। চিৎ ও জড় বস্তু কখনও মিশ্রিত হয় না।

৩৪নং—সূর্য যেমন এক জায়গায় অবস্থান করে সারা জগৎকে আলোকিত করেন ঠিক তেমনি আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে তার চেতনার মাধ্যমে সারা শরীরকে আলোকিত করছে।

৩৫নং—এই অধ্যায়ের সার বস্তু হচ্ছে এই শ্লোকটি, যিনি ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরম ক্ষেত্রজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্ক জেনে-সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়ে—জড় ও চেতনের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন তিনি ধীরে দিব্য জ্ঞান লাভ করে পরম গতিলাভ করবেন।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

জুয়ারেজ রিফিউজি ফেসিলিটি কেন্দ্রে এক হাজার উদ্বাস্তুকে খাদ্য বিতরণ

ইসকন নিউজ ঃ শনিবার ২৪শে আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের শুভ ব্যাসপূজার পুণ্য দিবসে টেক্সাসের এলপাশোর একদল ভক্ত মেক্সিকোর সাইদাদ জুয়ারেজের মধ্য আমেরিকান রিফিউজি ফেসিলিটি কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার উদ্বাস্তুকে জগন্নাথপ্রসাদ সেবন করিয়েছিলেন।

এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে পরিবার শিশু সকলেই ছিল যারা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠিন্যের শিকার। পথিমধ্যে যারা অনেক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।

তাদের এই দুর্দশার কথা জানতে পেরে অ্যাঞ্জেল অন হুইলসের অন্যতম নির্দেশক অভয় দাস তাদের সহায়তার জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন। অ্যাঞ্জেল অন হুইলস ইসকনের একটি প্রকল্প যারা এলপাশো এবং অন্যান্য গৃহহীন কেন্দ্রগুলিতে দুঃস্থদের নিঃশুল্ক প্রসাদ বিতরণ করে।

ভিদি এবং এরিয়ানা নামক আরও দুই ভক্তের সহায়তায় অভয় কাসা ডেল মাইগ্রেনেটে প্রসাদ বিতরণের অনুমতি পায়। তারা রিফিউজি কেন্দ্রেই সকলের সহায়তায় প্রসাদ তৈরী এবং বিতরণ করেন।

অত্যন্ত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় এই সেবা করতে চান যার জন্য স্থানীয়দের অর্থ সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন।

গোবর্ধন ইকোভিলেজ ন্যাশনাল এনার্জি গ্লোব এ্যাওয়ার্ড জয় করল

মাধব দাস ঃ মহারাষ্ট্রে সহ্যাদ্রি পর্বতমালার পাদদেশে ১০০ একর ব্যাপী বিস্তৃত ইসকনের গোবর্ধন ইকোভিলেজ ২০১৯ সালে ভারতের পক্ষে ন্যাশনাল এনার্জি গ্লোব এ্যাওয়ার্ড জয় করল।

১৯৯৯ সাল অষ্ট্রিয়াবাসী শক্তির পথপ্রদর্শক উল্ফগ্যাঙ্গ নিউম্যান দ্বারা সূচিত এই এনার্জি গ্লোব এ্যাওয়ার্ড বর্তমানে পরিবেশগত সম্মানীয় পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি এবং এর লক্ষ্য হলো বৃহৎ সংখ্যক দর্শকের সামনে বর্তমানে সফল শক্তিরক্ষায় উপযোগী প্রকল্পগুলি তুলে ধরা যাতে দেখানো যায় আমাদের পরিবেশগত অধিকাংশ সমস্যার সমাধান রয়েছে।

প্রতিবছর সমগ্র পৃথিবী থেকে প্রায় ৮০০ শক্তির সংরক্ষণ এবং নবীকরণ বিষয়ক প্রকল্প এতে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতি দেশ থেকে এক পুরস্কার বিজয়ী ঘোষিত হয়।

সম্প্রতি মুম্বইয়ের যশবন্তরাও চবন সেন্টারে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী সভায় ভারতের পক্ষে পুরস্কার জয়ী গোবর্ধন ইকো ভিলেজের নির্দেশক গৌরাঙ্গ দাস, অ্যাডভান্টেজ অষ্ট্রিয়ার সহ অধিকর্তা প্যাট্রিক স্যাগমেস্টারের কাছে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন। অষ্ট্রিয় দূতাবাসের নির্দেশক রমেশ কে

কালনাওয়াট এবং কমার্শিয়াল কাউন্সিলার ডঃ রবার্ট লুকও উপস্থিত ছিলেন।

গোবর্ধন ভিলেজ তার মুখ্য দুই প্রচেষ্টা জল সংরক্ষণ এবং মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার উপজাতি গ্রামগুলির সংরক্ষণের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

তরুণ ইসকন কর্মীবৃন্দ বিশ্ব পরিবেশ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করল

ইসকন নিউজ ঃ প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ সমগ্র বিশ্বের স্কুল এবং তাদের কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে এসে ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার জীবাশ্ম জ্বালানী যুগের অবসানের দাবীতে পদযাত্রা করেন।

এই বিশ্ব পরিবেশ ধর্মঘট সাতটি মহাদেশের ১৬৩টি দেশে সংগঠিত হয়। সমগ্র বিশ্বের যুব সমাজ এই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেন যারা 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার' প্রচারের অংশ। ষোল বছরের পরিবেশ কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ এদের মধ্যে অন্যতম।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে ২০শে সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডার জেনসিলভিতে ইসকন আলাচুয়া ভক্তিবেদান্ত অ্যাকাডেমির ছয়জন ভক্ত নয় থেকে পনের বছর বয়সের অংশগ্রহণ করেছিল। তারা পৃথিবী মাতাকে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। জেনসিলভে সিটি কমিশনার ডেভিড অ্যারেওলা বলেন, সিটি হলের সম্মুখে তার দেখা এযাবৎ সমাবেশের মধ্যে এটি ছিল বৃহত্তম।

ভক্তিবেদান্ত অ্যাকাডেমির ছাত্ররা এই বক্তৃতা খুব মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেছিল, তারা লেখা প্রচার করেছিল, 'সমুদ্রকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখুন', 'আপনারা আমাদের ভবিষ্যত দহন করছেন', 'যদি আপনারা সাবালকের ন্যায় আচরণ না করেন তাহলে আমরা করবো' ইত্যাদি। চম্পকলতা বলেন, 'ভক্ত হিসাবে আমি মনে করি এটি একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। পৃথিবী মাতা আমাদের মাতৃভূমি তার ওপর এই অত্যাচার, আমি মনে করি আমাদের তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং যত্নশীলতা হচ্ছে কর্তব্য। পৃথিবীমাতা আমাদের সমস্ত কিছু প্রদান করেন। তিনি আমাদের সপ্তম মাতার এক মাতা, আমরা তার যত্ন নেব।'

হরেকৃষ্ণ স্বাস্থ্যমেলা ভক্তদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গঠনমুলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে

ইসকন নিউজ ঃ ইসকন আলাচুয়া ভক্তবৃন্দ ৮ই সেপ্টেম্বর মন্দির প্রাঙ্গনে একটি 'হরেকৃষ্ণ স্বাস্থ্য মেলা' সংগঠিত করেন। একশত ত্রিশটি সংস্থা মেলাতে অংশগ্রহণ করে। সংগঠক রাধা সেলভেস্টর সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। স্বাস্থ্য চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত বহু বুথ স্থাপন করা হয়।

প্রথাগত পাশ্চাত্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে বহুভক্ত নিঃশুল্ক বৈকল্পিক চিকিৎসা যথা ম্যাসেজ, যোগ, রেইকি, আয়ুর্বেদিক ইত্যাদি পদ্ধতির কথাও বলেন। আলাচুয়া কান্ট্রি এগইসিস সেন্টারের মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্বন্ধে প্রচার করেন।

প্রত্যেকেই এই স্বাস্থ্যমেলার প্রয়াসে অত্যন্ত খুশী ছিলেন। রাধা বলেন, 'বহু ভক্তই বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তাই যদি স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে আমাদের স্বক্ষেত্রে আনতে পারি তাহলে তারা হরেকৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্পর্কে এক সুস্বাস্থ্যময় ভাবনার স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে।'

ইসকন ব্রিসবেন শুদ্ধ ভক্তের ছাব্বিশ গুণের স্বরূপ ছাব্বিশটি কেক শ্রীল প্রভুপাদকে নিবেদন করেন

মাধব দাস ঃ এই বৎসর ব্যাসপূজা উপলক্ষে, ইসকন ব্রিসবেন ভক্তবৃন্দ শুদ্ধ ভক্তের ছাব্বিশটি গুণ স্বরূপ ছাব্বিশটি কেক শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।

মূল কেকটি 'প্রভুপাদ' নাম সম্বলিত যা প্রত্যেকটি আলাদা অক্ষরে বিভক্ত ছিল। এই মূল কেকটি ছাব্বিশটি ছোট ছোট কেক দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রতিটি কেকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেকটি গুণাবলী আলংকারিকভাবে লিখিত।

বড় কেকটির অক্ষরগুলি ১৮X১০ ইঞ্চি পরিমাপের ভ্যানিলা কেক দ্বারা প্রস্তুত যা গোল্ডেন সিরাপ, মাখন দিয়ে মিনা করা এবং সাদা ও গেরুয়া হাওয়া মিঠাই দ্বারা আবৃত।

ছোট কেকগুলি ক্যারট কেক থেকে প্রস্তুত এবং একই হাওয়া মিঠাই এবং মাখন দ্বারা মিনা এবং আবৃত করা। প্রত্যেকটি কেক ভক্ষণীয় আঙ্গুর এবং ফুলদ্বারা অপরূপ রুপে সজ্জিত।

ব্রিসবেন গোবিন্দতে কর্মরতা শ্রীমতি দাসী এবং তাঁর দল এই কেক নির্মাণ করেন। এছাড়াও দলে ছিলেন রাধাঠাকুরানী, ভক্তিচন্দ্রিকা দাসী, দেবকী নন্দন, মোহনা গুপ্ত, রসিকা সেবা এবং লক্ষ্মীদাসী প্রমুখ।

মনোরম ব্যাসপূজা মহোৎসবে এই কেকটি নিবেদন করা হয়। সমগ্র ব্রিসবেন থেকে প্রায় ২৫০জন ভক্ত এই ব্যাসপূজা মহোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি কীর্তন, অভিষেক, গুরুপূজা এবং ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ ছিল।

শ্রীমতি বলেন, 'ভক্তদের কাছ থেকে কেক সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াতে আমরা অভিভুত।' সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত ভক্তদের মন্তব্যে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রায় ৫০০ টি মন্তব্য পোষ্ট পাই যা আমাদের সম্পূর্ণ উড়িয়ে নিয়ে যায়।

শ্রীমতির বক্তব্য অনুয়ায়ী এই সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে ভক্তদের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি সেবা নিবেদনের মনোভাব এবং সেটিই এই বছর ইসকন ব্রিসবেন ব্যাসপূজাকে বিশেষ রূপ দিয়েছে।

মন্ত্র মিউজিককে অধিক শ্রোতার নিকট পৌঁছানোর জন্য মস্কো মন্ত্র ফেস্ট সংগঠিত হলো

ইসকন নিউজ ঃ মন্ত্র সংস্কৃতিতে নতুন প্রায় এক হাজারেরও অধিক মানুষ রাশিয়াতে মস্কো গ্রীণ কনসার্ট ক্লাবে ১লা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত মন্ত্র ফেস্টে যোগদান করে।

এই বছর এটি দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। সংগঠক শক্ত্যাবেশ অবতার বলেন প্রথমটি মন্ত্রমুভির চিত্রপরিচালক জর্জিয়া ওয়াইসিস এর সঙ্গে সহযোগিতার ফলস্বরূপ নিঃশব্দে এসেছিল এবং বিরাট সাফল্য পেয়েছিল।

২৪শে এপ্রিল স্থানীয় হরেকৃষ্ণ ব্যান্ড ও শিল্পীগণ যার মধ্যে বিখ্যাত অষ্ট্রেলীয় সঙ্গীত শিল্পী পেরুকুইস সহযোগে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। মস্কোর ১০৮ রেকর্ডস কোম্পানীও এতে অংশগ্রহণ করেছিল। ভক্ত পরিচালিত এই রেকর্ড কোম্পানী এটা প্রচার করেছে যে কীর্তনের গম্ভীর গুঞ্জন এগিয়ে চলেছে।

প্রচন্ড শীত অতিক্রান্ত হওয়ার চার মাস পরে এই সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠানটি সংগঠিত হয় এবং রাশিয়ার বিখ্যাত ব্রান্ড, পত্রিকা এবং সম্প্রদায় যথা যোগা জার্নাল, অরগ্যানিক পিপল, অরগ্যানিক উওমেন এবং ভেজিটেরিয়ান ইত্যাদি সহযোগিতা করে।

প্রহ্লাদ নরসিংহ - ইকুয়েডর, আনন্দসোনেট - যুক্তরাজ্য, জাহ্নবী হ্যারিসন - নিউইয়র্ক এবং বিটু মালিক - বৃন্দাবন - ভারতবর্ষ প্রভৃতিগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও মস্কোর স্থানীয় শিল্পী এবং সংস্থাও অংশগ্রহণ করে।

সংগীতের সাথে সাথে পুরস্কার বিজেতা সমাধি নৃত্য কোম্পানী আমস্টারডাম শ্রীমদ্ভাগবত আধারিত আত্মা-শো প্রদর্শন করবে।

অনন্ত বৃন্দাবন দাসের সিনেমা 'কৈলাশ পর্বতে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী' -এর প্রিমিয়ার শো হবে। এছাড়াও ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বামীর নেতৃত্বে একদল ভক্ত পর্বত পরিক্রমাও করেন।

মন্ত্র ফেস্ট প্রত্যেক চারমাস অন্তর একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত করতে চায় যা পরবর্তী ১লা ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রচারে

আমরা কেন গ্রন্থ বিতরণ করি?

সেবাদেবী দাসী

আপনি কি কখনো এমন কোন কৃষ্ণভক্তের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যিনি এয়ারপোর্টে, পার্ক স্ট্রীটে অথবা রাস্তায় গ্রন্থ বিতরণ করছেন এবং অনুদান সংগ্রহ করছেন? অনেকে বিস্মিত হন আমরা কেন এটা করি। আমি বিগত ছয় বৎসরেরও বেশী সময় গ্রন্থ বিতরণ করেছি এবং আমি গ্রন্থ বিতরণের উৎস সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

ভক্তরা সাধারণ পুস্তক বিক্রেতা নয়, তাদের গ্রন্থ বিক্রয় চিন্ময়, এটি সংকীর্তন, এটি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহিমা কীর্তন।

সংকীর্তন অতি সহজেই সম্পাদন করা যায়, অত্যধিক প্রচেষ্টা অথবা খরচ ব্যতিত একজন নিজেই অতি সহজেই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারেন অথবা অন্যদের সঙ্গেও করতে পারেন। অথবা কেউ ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের দিব্য লীলা সম্বন্ধে অধ্যয়ন বা আলোচনা করতে পারেন। যখন আমরা কোন একজনকে গ্রন্থ দিই তখন আমরা তাকে ভগবৎ দর্শন এবং ভগবানের দিব্য সান্নিধ্যে আসার অনুমতি প্রদান করি। যে অনুদান তিনি দেন তা গ্রন্থ মুদ্রণে এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী মন্দির সঞ্চালনে সহায়তা করে। বিশ্বব্যাপী মন্দির সমূহ নিঃশুল্ক প্রসাদ (পারমার্থিক খাদ্য) বিতরণ করে এবং মানুষকে অধ্যাত্মিক অভ্যাস যোগে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে। এই সমস্তই সংকীর্তন, ভগবান কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন এবং এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

সংকীর্তন নুতন বস্তু নয়। ভারতবর্ষে, পশ্চিমবঙ্গে পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁর ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই যুগ পরিশোধনের প্রক্রিয়া স্বরূপ সংকীর্তন প্রতিষ্ঠা করতে। সেই সময় বহু মানুষ বিশ্বাস করতেন শুধুমাত্র সংস্কৃত এবং বেদ নিগুঢ় ভাবে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে শুদ্ধতা লাভ করা যায়। তারা তাদের সমগ্র জীবন শ্লোক আলোচনা এবং স্মরণে অতিবাহিত করতেন। অনেকে এও বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিক জীবন শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী

অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণকারীদের জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এই জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাস ছিলেন না। এবং তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য শুধুমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেননি। তিনি সরলভাবে ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে জপের মাধ্যমে সকলকে ভগবদ্ সেবায় নিয়োজিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ছিল যে, পৃথিবীর সকল নগরাদী গ্রামে ভগবানের দিব্য নাম প্রচারিত হোক। সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করে তিনি জীবকূলের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের বাণী প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বাণী প্রচারের নির্দেশও প্রদান করেছিলেন। ভবিষ্যতের মানুষের উপকারের নিমিত্ত কৃষ্ণ-ভক্তিমূলক সেবায় সকল সর্বাধিক ব্যাখ্যা করে গ্রন্থ রচনা করার জন্য তিনি তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ছিল যে, পৃথিবীর সকল নগরাদী গ্রামে ভগবানের দিব্য নাম প্রচারিত হোক। সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করে তিনি জীবকূলের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের বাণী প্রবর্তন করেছিলেন এবং তাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র বাণী প্রচারের নির্দেশও প্রদান করেছিলেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁর লীলা সম্বরণের পর বহু ব্যক্তি নিজেকে তাঁর অনুগামী প্রতিপন্ন করে তার শিক্ষার সুদ্ধি নির্যাসকে পরিবর্তীত করে দেন যতক্ষণ না পর্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিজীবি দ্বারা তাঁর শিক্ষার অবমাননা করতে শুরু করে। ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ সালে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক শুদ্ধ ভক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও সরকারের একজন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত বিচারক এবং দশ সন্তানের পিতা ছিলেন তথাপি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি ভোরবেলায় শয্যা ত্যাগ করে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিমূলক সেবার নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, কবিতা, গান রচনা করতেন। তাই তিনি তার রচনার মধ্য দিয়ে এবং ব্যক্তিগত প্রভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার গুঢ় অর্থ এবং শুদ্ধতাকে পুণঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবান শ্রীচৈতন্যের বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচারের বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এমন এক সন্তান প্রাপ্তির যে তাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের লক্ষ্যকে পূর্ণ করতে সহায়তা করবে। তাই ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ সালে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রী জগন্নাথ পুরীতে তাঁর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এমনকি বালক অবস্থাতেই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বৈদিক শাস্ত্রের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষী মেধাবী বালক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যখন তার পিতা তাকে 'সজ্জন তোষীনি' পত্রিকা প্রকাশ এবং সংশোধনের জন্য প্রশিক্ষণ দেন। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সেই তিনি নিজেকে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ মেধাবী এবং লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিবাহ করেননি এবং তাঁর সম্পুর্ণ মনোযোগ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত করেন। তিনি অনেককে শিষ্যত্ব প্রদান করেন, গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, ভক্তদের সমন্বিত দল গঠন করেন, মন্দির নির্মাণ করেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী ছাপাখানার স্থাপনা করেন।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ছাপাখানাকে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে ব্যবহার করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি ছাপাখানাকে 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' রূপে অভিহিত করেছিলেন। মৃদঙ্গ হচ্ছে একটি বাদ্য যন্ত্র যা হরে কৃষ্ণ কীর্তনের সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বাদ্যযন্ত্র খুব বেশী হলে একটি বা দুটি অঞ্চলে শ্রবণ সুলভ হতে পারে কিন্তু ছাপাখানা রূপ 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' সমগ্র বিশ্বব্যাপী শ্রবণ সুলভ হবে।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বিশ্বব্যাপী ভগবান শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা প্রচারে অধিক আগ্রহী ছিলেন, তিনি সর্বদাই তার শিষ্যদের বলতেন বিশ্বের পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করতে কারণ তারা আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর এক শিষ্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর নির্দেশ খুব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ সালে কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। এক জ্যোতিষী তার সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে, একদিন এই বালক ভগবানের এক শুদ্ধ ভক্ত হবে এবং পরবর্তী কালে একজন বিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা হবে, সারা বিশ্বে ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর পিতা শ্রী গৌরমোহন দে একজন শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন এবং তিনি পারমার্থিক সেবার সমস্ত মূল নীতিগুলি প্রভুপাদকে স্বহস্তে প্রশিক্ষন দেন।

১৯২২ সালে প্রথম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই সময়ই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন। সেই প্রথম সাক্ষাত থেকেই প্রভুপাদ পরিকল্পনা করতে থাকেন কিভাবে তার নির্দেশ পালন করা যায়। ১৯৪৪ সালে তিনি 'ব্যাক টু গডহেড' নামে এক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ

করেন যা তিনি ভারতবর্ষে এবং বহির্বিশ্বে অনেককে বিতরণ করবেন মনস্থ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে অবসর নেওয়ার পর ভারতের বিখ্যাত অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত এর ইংরেজীতে অনুবাদ এবং তাৎপর্যের রচনা করেন এবং ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে এর প্রথম তিনটি খন্ড প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলি প্রকাশের পরই তিনি আমেরিকাতে গিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

আমেরিকাতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রভুপাদ কয়েকজন শিষ্য তৈরী করেন এবং ১৯৬৬ সালে তিনি সরকারী ভাবে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনেক ভক্তকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন নগরে প্রেরণ করেন সেখানে ইসকনের আরও কেন্দ্র গঠনের জন্য। আমেরিকাতে প্রথম অতিরিক্ত কেন্দ্র স্থাপনের পর কানাডা, ইউরোপ, ভারত এবং পরিশেষে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলী ইসকন ভক্তরা অতি উদ্দমের সঙ্গে পালন করে মানব কল্যাণের জন্য সর্বত্র গ্রন্থ বিতরণ করছেন। সুতরাং আপনি যখন দেখছেন যে, ভক্তরা অনুদান সংগ্রহ করছে তখন কখনোই এটা মনে করা উচিৎ নয় যে এটি অনৈতিক ভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইসকন সদস্যরা সর্বদাই মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃতের সুফলের সুযোগ দিতে চায় যাতে তাদের জীবন ত্রুটিহীন হয়।

আছে কিন্তু পীড়িত মানুষকে শুধু খাদ্য, চিকিৎসা উপকার ইত্যাদি প্রদান সকলই অসম্পূর্ণ কারণ এই অস্থায়ী সমাধানগুলি তাদেরকে তিনি দেহ নন আত্মা এবং কৃষ্ণের নিত্য দাস এই জ্ঞান প্রদান করতে অক্ষম। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে ততক্ষণ সে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কালচক্রে আবর্তিত হতে থাকবে। এই সমস্ত সমস্যাগুলির মূল কারণই হচ্ছে ভগবৎ সচেতনতার অপ্রতুলতা।

গ্রন্থ, ইসকন সদস্যরা বর্তমানে এই কৃষ্ণ- ভাবনামৃত বিজ্ঞান বিতরণ করছেন এবং ব্যাখ্যা করছেন কিভাবে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা যায়। ভক্তবৃন্দ যারা এই গ্রন্থ বিতরণে নিয়োজিত তারা ভগবানের এই বাণীকে উপস্থাপন করার গুরুত্ব জানেন। তাই তারা দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে এই কাজ করছেন। কিন্তু এটি এত সহজ নয়। অধিকাংশ মানুষই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আগ্রহী নয়। তাই একজন ভক্তকে প্রতিকূলতা যথা প্রত্যাখ্যান, দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়, সহ্য করতে হয় রৌদ্র, জল, শীতলতা এবং তুষার। আপনি জানতে পারবেন বহু প্রত্যাখ্যানের পরও ভক্ত নিরলস ভাবে গ্রন্থ বিতরণের প্রয়াস করছে। অথবা ঘন্টার পর ঘন্টা তুষারাবৃত পার্কিং লটে মানুষের পিছনে ধাবিত হচ্ছে, কেউ কেউ মনে করে ভক্তরা এই কর্মকাণ্ডের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পায় অথবা তাদের 'মগজ ধোলাই' করা হয়েছে কারণ এই প্রকার দৃঢ়তা এবং উদ্দ্যম সাধারণ বস্তু নয়। কিন্তু ভক্তের নিকট ভগবানের চিন্ময় গ্রন্থ বিতরণ কোন সাধারণ কর্মকাণ্ড নয় এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষের সেবা করে সে জানে যে, এই কর্মকাণ্ড তার পারমার্থিক গুরুদেব এবং কৃষ্ণকে সন্তুষ্টি প্রদান করবে এবং এর থেকেই সে পারমার্থিক আনন্দ আহরণ করে।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে হাজার হাজার ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃতের গ্রন্থ বিতরণ করছেন এবং এই ভাবেই তাদের পারমার্থিক গুরুদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হচ্ছে। আজ 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী শ্রবণ সুলভ এবং ফলস্বরূপ সমগ্র জীবকুল পূর্ণরূপে উপকৃত।

ব্রজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

মধুবন

মধুবন

আদি বরাহপুরাণে বলা হয়েছে —

রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমুত্তমম্।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবী সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।।

হে দেবী! মধুবন নামে বিষ্ণুধাম রমণীয় ও সর্বোত্তম। এই বন দর্শন করলে লোকের সর্ব অভীষ্ট লাভ হয়।

মথুরা শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাত কিলোমিটার দূরত্বে মধুবন। এই বনের বর্তমান নাম মহোলী। গ্রাম এলাকা।

চারিযুগে শ্রীভগবান এই বনে বিহার করেছেন। সত্যযুগে মুনিঋষিদের উৎপীড়ণকারী মধুদৈত্যকে ভগবান শ্রীহরি এখানে বধ করেছিলেন। মধুদৈত্যের নাম অনুসারে এই বনের নাম মধুবন। মধুদৈত্যকে সংহারকারী ভগবান মধুসূদন নামে অভিহিত হন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে —

মধুদৈত্য বধ এথা কৈল ভগবান।
এই হেতু 'মধুবন' মথুরা আখ্যান।।

এই মহোলী গ্রামের পূর্বভাগে ধ্রুবটীলা রয়েছে। ওই টীলার উপরে পাঁচ বছর বয়সের শিশু ধ্রুব কঠোর তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান নারায়ণ তাকে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। শ্রীনারায়ণের আশীর্বাদে ধ্রুব মহারাজ সুস্থ সবল কিশোর শরীরে অটুট থেকে ছত্রিশ হাজার বছর ব্যাপী পৃথিবী শাসন এবং তারপর চিন্ময় ধ্রুবলোকের অধিকর্তা রূপে পূজনীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে রয়েছেন। সুনীতি দেবী ও উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের তপস্যাস্থলী এই টীলাতে লক্ষ্মীনারায়ণ, ধ্রুব ও নারদমুনির বিগ্রহ একটি ছোট মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। ধ্রুব নারায়ণ মন্দির। যে বাচ্চা ধ্রুব বিমাতার কর্কশ বাক্যবাণের পীড়ায় পিতার কোলে বসতে

ধ্রুবটীলা

পারছিল না, এখানে ভগবান নারায়ণ তাকে কোলে বসিয়ে আদর করেছিলেন।

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন এই মধুবনে আসেন। মধু দৈত্যের পুত্র লবণাসুর সেই সময় সপরিবারে এখানে বাস করত। সেই সময়ে সাধু-সন্ত, মুনি-ঋষিদেরকে উৎপীড়ন করতে থাকে লবণাসুর । সে শিবের বরে বলীয়ান ছিল। সে পশু-পক্ষী, মানুষ যাকে পেত তাকেই খেয়ে ফেলত। মুনিঋষিরা অযোধ্যারাজ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হলে রামচন্দ্র এই মধুবনে শত্রুঘ্নকে পাঠান। শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করেন। এই মধুবনে শত্রুঘ্ন এবং তাঁর প্রিয়তমা কৃতদূতী বিগ্রহ সেবিত হচ্ছেন। মধুবন বিহারী ও অন্যান্য মন্দির রয়েছে।।

গোচারণ

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে, দাদা বলরামের সঙ্গে এই মধুবনে গোচারণ করতে আসেন। পাঁচ-ছয় বছরের বালক কৃষ্ণ-বলরাম নয় লক্ষ গাভী নিয়ে এখানে চারণ করতেন। গাভীদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং বংশী দিয়ে একটি কুণ্ড খনন করেন। সেই কুণ্ড বর্তমানে কৃষ্ণকুণ্ড নামে অভিহিত। মধুবনবিহারী মন্দিরের সম্মুখে এই মনোরম কুণ্ড। কুণ্ডের কাছে দাউজী মন্দির। সেখানে বলরাম ও তাঁর দুপাশে রেবতী ও বারুণী রয়েছেন। বলা হয় এই মধুবনে এসে দুগ্ধবর্ণ বলরাম কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিলেন।

শ্রীবলদেব ও রেবতী-বারুণী

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধুবনে এসেছিলেন। তিনি প্রেমভাবে বিভাবিত চিত্তে লীলা স্মরণ করতে করতে বিহার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ব্রজের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করতে নির্দেশ করেন।

শ্রীউদ্ধবের আবেদন

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোহপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ।।

তোমার কথা আলাপনে ধর্ম জাগে প্রাণে প্রাণে
সর্ব দেবের বন্দনীয়
তুমি ভগবান।
তুমি সবার অধিপতি নিয়ন্তা সবার পতি
তুমি জানো কিসে বিপদ
কিসে সমাধান।।
বিপ্রগণে শাপ দিল নাশিতে যাদব কুল
ধরণীতে হৈবে জানি
কুল অবসান।
তুমি কৃষ্ণ যোগেশ্বর করিলে করিতে পারো
বিপ্রের অভিশাপের
সে প্রতিবিধান।।
কিন্তু তুমি করো নাই বুঝিলাম আমি তাই
ইচ্ছা তব করিবারে
হৈতে অন্তর্ধান।
লীলা সংবরণ করি ফিরিবে বৈকুণ্ঠপুরী
পৃথিবী ছাড়িতে দিন
হৈলা আগুয়ান।।

নাহং তবাঙ্‌ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি।।

হে নাথ মধুসূদন আজি মোর নিবেদন
তোমা ছাড়ি রৈতে নারি
এক ক্ষণ মান।
তোমার চরণ ধরি লঞা চলো সঙ্গে করি
নিজ ধামে রাখো মোরে
হঞা দয়াবান।।

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ।।

নিজ সুখ তৃপ্তি লাগি কে রাগী কেউ বৈরাগী
তোমা ছাড়ি করে লোকে
সুখের সন্ধান।
তব লীলা কথামৃত জীবের কল্যাণপ্রদ
যেই জানে সেই করে
আন প্রত্যাখান।।
ব্রহ্মাণ্ড বিষয় পাশে বদ্ধ হতে চাহে না সে
ভালোবাসায় বাঁধা থাকে
কৃষ্ণগত প্রাণ।
ভুক্তি কিবা মুক্তি কিবা ভক্ত চাহে প্রীতি সেবা
ক্ষণেকেহ তোমা ছাড়ি
হৈবে আনছান।।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।।

তোমার সেবক হঞা তোমার উচ্ছিষ্ট পাঞা
জিনিব তোমার মায়া
হৈব ভক্তিমান।
তব ভুক্ত মালা পরি নিজেরে সজ্জিত করি
তোমা ছাড়ি নাহি মোর
অন্য কোন ধ্যান।।
তাই তব মায়া ভয়ে তব দাস ভীত নহে
মিনতি এ মোরে ছাড়ি
না করো প্রয়াণ।
যার যেথা মন ধরে মোর মন তোমা তরে
তোমা ছাড়ি এ ব্রহ্মাণ্ড
নাহি চাহে প্রাণ।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণ

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

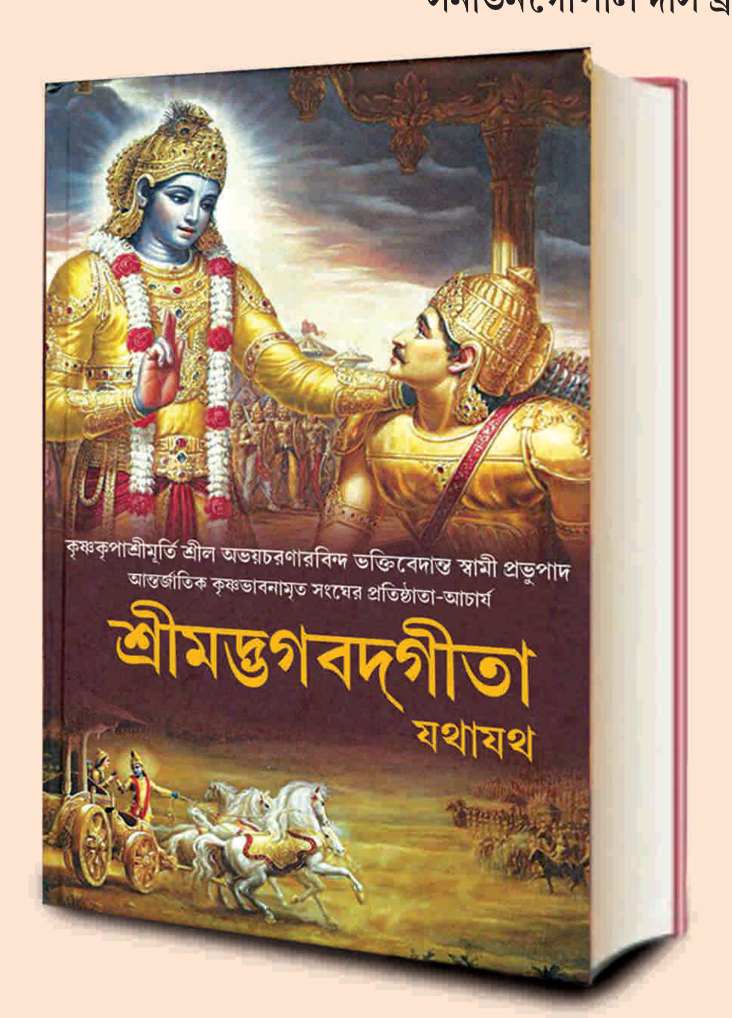

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ বাস করতেন। চাতুর্মাস্যকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেদিকে পর্যটন করছিলেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ সকলে একদিন-একদিন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এক-একদিন করে নিমন্ত্রণ করে চাতুর্মাস্যের চারমাস পূর্ণ হলো। কিন্তু কয়েকজন ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের গৃহে আমন্ত্রণের কোনও দিন ধার্য করতে পারলেন না। সেজন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁদের প্রবোধ দান করেছিলেন।

সেই বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন প্রতিদিন মন্দিরে এসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করতেন। কিন্তু তিনি ভালোমতো লেখাপড়া করেননি। সেজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলি অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করতেন। তাঁর পাঠ শুনে লোকেরা হাসতো। কেউ কেউ নিন্দা করত। কিন্তু তিনি কারও কথায় কর্ণপাত না করে আপন মনে একান্তভাবে পাঠ করে চলতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করতে করতে কখনও কাঁদতেন, কখনও আনন্দিত মনে হাসতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দেখলেন। মহাপ্রভু তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাশয়, ভগবদ্গীতার কোন্ অর্থ উপলব্ধি করে আপনার এত আনন্দ হচ্ছে?'

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, 'আমি মূর্খ, শ্লোকের অর্থ কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার গুরুদেব আমাকে প্রতিদিন ভগবদ্গীতা পাঠ করতে আদেশ দিয়েছেন। সেইজন্য আমি কিছু না বুঝতে পারলেও প্রতিদিন গীতাপাঠ করি।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরুদেবের নির্দেশ মতোই আপনি গীতা পাঠ করছেন। এটি খুব ভালো। কিন্তু আপনি পাঠ করতে করতে এত আনন্দিত হচ্ছেন কি করে?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'যখনই আমি ভগবদ্গীতা পাঠ করি, তখনই আমি দেখি অর্জুনের রথের সারথী হয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ঘোড়ার রশি ধরে বসে আছেন। আর তিনি অর্জুনকে হিতোপদেশ দান করছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখা মাত্রই আমার খুব আনন্দ হয়। যখনই আমি গীতা পড়ি, তখনই আমি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি। সেইজন্যই আমার মন গীতাপাঠ করার অভ্যাস ছাড়তে পারে না।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে আপনার যথার্থই অধিকার রয়েছে। আপনিই ভগবদ্গীতার সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করেছেন।' এই বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করলেন। ব্রাহ্মণ তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন

করতে লাগলেন। ক্রন্দন করতে করতে ব্রাহ্মণ বললেন, 'গীতা পাঠের চেয়ে তোমাকে দেখে আমার আরো দ্বিগুণ বেশী আনন্দ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে তুমিই, হ্যাঁ তুমিই সেই কৃষ্ণ। আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি, তুমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ।'

নির্মল হৃদয় ব্রাহ্মণটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করতে করতে কৃষ্ণকে দর্শন করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সাধক বা সন্ন্যাসী নন, সেই তত্ত্ব তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। যদিওবা তাঁকে তাঁর গীতা পাঠ করতে দেখে রোজ রোজ লোক হাসত, উপহাস করত, নিন্দা করত, অক্ষরজ্ঞানহীন মনে করে মজা করে বলত 'মহাপণ্ডিত, গীতা পাঠ করতে বসেছে।' সমস্ত উপহাস নীরবে সহ্য করে সেই ব্রাহ্মণ প্রতিদিন গীতা পাঠ করতে বসতেন। তাঁকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাদরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য না থাকলেও তাঁর গুরুনির্দেশ পালন, ভক্তিনিষ্ঠা, কৃষ্ণকথা শুনবার আগ্রহ দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে গীতা পাঠের যথার্থ অধিকারী বলে সমর্থন করলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি আমাকে চিনতে পেরেছ, তবে আমার নির্দেশ এই যে, এই কথা কারও কাছে প্রকাশ করো না।'

গীতাপাঠী ব্রাহ্মণটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন এবং চারমাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে থাকাকালীন কোনও দিন সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর সঙ্গ ছাড়েননি।

হরেকৃষ্ণ, এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আপনারা আপনাদের গ্রাহক ভিক্ষা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করুন।

Name: ISKCON, Account No : 005010100329439
AXIS BANK (Kolkata Main Branch)
7 Shakespeare Sarani, Kolkata, IFSC : UTIB0000005

আজই গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন

লগ-অন করুনঃ
www.bhagavatdarshan.in
Email : btgbengali@gmail.com

আপনার যোগাযোগের নম্বর
9073791237
বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
(সোম থেকে শনি)